Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 73:15 min.
ID: IDI_AMR307_HH_U_24 July 17.

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	26	Class-V	HDM	50,000 BDT	7 months-female.	No	Bangali	Total= 4; Husband, Wife (Res.), Daughter-2

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কেমন আছেন, আপা?

উত্তরদাতা:এইতো আলহামদুলিল্লা ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা, আমি ভালো আছি। আপা, আমার নাম হচ্ছে …….। আমি আসছি কলেরা হাসপাতাল থেকে। এটা হচ্ছে আমরা কাজ করতেছি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে। এজন্য আপনাদের সাথে কথা বলা আরকি। তো আপা, আপনার পেশা কি, এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:আমি একজন গৃহিনী। বাসায় বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকি। এই। আর আমার হাজবেন্ড ব্যবসা করে। ফার্নিচারের ব্যবসা। দোকান আছে।

প্রশ্নকর্তা:কোথায় ব্যবসা?

উত্তরদাতা:টিএনটি।

প্রশ্নকর্তা:টিএনটিতে

উত্তরদাতা:হ্যা, দোকান।

প্রশ্নকর্তা:এখানেইতো।

উত্তরদাতা:হ্যা, এখানেই।

প্রশ্নকর্তা:এখান থেকে কতদূরে হবে?

উত্তরদাতা:এখান থেকে আপনার অটো দিয়ে গেলে পাঁচ টাকা ভাড়া। টিএনটি

প্রশ্নকর্তা:টিএনটি। পরিবারের মধ্যে কয়জন সদস্য আপনারা, একটু বলেন।

উত্তরদাতা:চারজন। আমার দুই মেয়ে। আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এছাড়া আর কেউ কি বাড়িতে থাকে নাকি

উত্তরদাতা:না। আমরা এখানে আমরা চারজনই।

প্রশ্নকর্তা:চারজনই।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এই দুই রুমের মধ্যে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। পাশাপাশি আমি একটু টেইলার্সে কাজ করি তো।

প্রশ্নকর্তা:আপনিও কাজ করেন?

উত্তরদাতা:টেইলার্সে কাজ করি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। টেইলার্সের কাজ বলতে সেলাই?

উত্তরদাতা:হ্যা, সেলাই কাজ।

প্রশ্নকর্তা:সেলাই কাজ। আচ্ছা এটা কি নিজেদের জন্য নাকি ব্যবসা

উত্তরদাতা:নিজেদের জন্য করি। এখন তো আবার ছোট বাবু। ব্যবসা, সামনে চিন্তাভাবনা আছে। এখন ছোট বাবু না?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এখন করা তো সম্ভব না। সামনে করবো।

প্রশ্নকর্তা:সামনে করবেন? আচ্ছা। এছাড়া পরিবারের মধ্যে আর কেউ এসে থাকে কিনা আপনাদের সাথে?

উত্তরদাতা:আমার শ্বাশুড়ি থাকে।

প্রশ্নকর্তা: শ্বাশুড়ি? উনি কি সবসময় থাকে?

উত্তরদাতা:সবসময় থাকেনা। মাঝেমধ্যে আসে আরকি। দেশে থাকে।

প্রশ্নকর্তা:মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে।

উত্তরদাতা:বেড়াতে আসে তখন থাকে।

প্রশ্নকর্তা:ইনি কোথায় থাকে?

উত্তরদাতা:কেরানিগঞ্জ। কেরানিগঞ্জ আছেনা? ঐখানে থাকে।

প্রশ্নকর্তা: কেরানিগঞ্জ । আচ্ছা। ঐখানেই থাকে। মাঝেমাঝে বেড়াতে আসে।

উত্তরদাতা:হ্যা। আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ি উনারা ঐখানেই থাকে। দেশের বাড়ি।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। তার মানে বাড়িতে শুধু উনি মাঝেমাঝে আসে?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুরও আসে।

প্রশ্নকর্তা: শ্বশুরও আসে মাঝে মাঝে। আচ্ছা। আর আপনাদের এখানে কি গরু ছাগল কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না। এখানে কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তা: এখানে কিছু নাই। না? আচ্ছা। তো ভাই বললেন ব্যবসা করে,ফার্নিচারের ব্যবসা। উনার ইনকামটা কত হবে মাসে?

উত্তরদাতা:সবসময় তো আর একরকম না। অনেক সময় বেশী হয়, অনেক সময় কম হয়। তারপরও পঞ্চাশ হাজার টাকা।

প্রশ্নকর্তা: পঞ্চাশ হাজার। আচ্ছা। আর আপনি তো সেলাইয়ের কাজ অনেকদিন, কতদিন হলো করেন না?

উত্তরদাতা:করিনা তো প্রায় এই বেশি দিন হয় নাই। দেড় দুই বছর।

প্রশ্নকর্তা:দুই বছর।

উত্তরদাতা: এরকম ধরে করতেছিনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আবার শুরু করবেন চিন্তা করতেছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, ও একটু বড় হলে তারপরে করবো।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, ওর এখন কয়মাস?

উত্তরদাতা:ওর এখন এইযে সাতমাস আজকে। পুরোপুরি সাতমাস। ছাব্বিশ তারিখ। ডিসেম্বরের চব্বিশ তারিখ হয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। দুই মেয়ে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো এই বাড়িটা কি আপনাদের?

উত্তরদাতা:না। ভাড়া থাকি আমরা?

প্রশ্নকর্তা:ভাড়া? আচ্ছা। তো পরিবারের মধ্যে আর কি কি ধরনের আসবাবপত্র আছে, একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:কোনটা?

প্রশ্নকর্তা:ধরেন টেলিভিশন, এরকম আর কি কি আছে আরকি।

উত্তরদাতা:আমারতো শোকেসও আছে। আমাদের দোকান না? তো ঐটা অনেক দিন হয়ে গেছে ব্যবহার করতেছি। আমার বিয়ে হয়ছে এগার বছর চলতেছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। অনেকদিন হলো তো।

উত্তরদাতা:তো ঐ শোকেসটা একটু মানে পুরাতন ডিজাইন না?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ঐটা আরকি সারতে দিছি। মানে ঐটা পাল্টাইয়া নতুন আরেকটা আনবো। এই। এমনে আমার এইযে এগুলা। শোকেস আছে, ওয়ারড্রোব আছে। ওয়ারড্রোবও বানায়তেছে। ফ্রিজ, ড্রেসিং টেবিল, খাট, টিভি সবই আছে।

প্রশ্নকর্তা:আর এটা হচ্ছে ভাড়া বাড়ি, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কত টাকা দেওয়া লাগে ভাড়া?

উত্তরদাতা:ভাড়া আপনার কারেন্ট বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল, ঘর ভাড়া সব মিলে আপনার সাত হাজার টাকা আসে।

প্রশ্নকর্তা: সাত হাজার টাকা। অনেক বেশি তো।

উত্তরদাতা:অনেক বেশি। অনেক বেশি হয়ে যায়। আমাদের জমি কিনছে। মিরাবাজার।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এখানে?

উত্তরদাতা:হ্যা। মিরাবাজার।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এখানে?

উত্তরদাতা:হ্যা। মিরাবাজার ঐটা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। কতটুকু কিনছে?

উত্তরদাতা:সোয়া দুই কাঠা।

প্রশ্নকর্তা: সোয়া দুই কাঠা। একটা বাড়ি হবে?

উত্তরদাতা:হ্যা, বাড়ি হবে। এইতো সামনে আল্লাহর রহমতে আমাদের একটু সমস্যা আরকি। দেনা হয়ে গেছে তো। একটু সমস্যার ধ্যে পড়ছিলাম। দেনাগুলো আল্লাহই যদি মুক্ত হয় দেওয়া। তারপর মনে করেন বাড়ি করা ধরবো কাজ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আর পরিবারের মধ্যে তো এই কয়জন। এই ছাড়া তো ইনকাম করার লোক নাই আর?

উত্তরদাতা:না। আর কেউ নেই।

প্রশ্নকর্তা:ঠিক আছে। আর এটা একটু বলেন যে আপনারা এই চারজন আরকি এখন সবাই কি সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। চারজনের মধ্যে তো আমরা তিনজনই সুস্থ। আমার বাবু একটু কাশে। ঠান্ডা জ্বর ঠান্ডা ছিল। গত দুইদিন আগেও এইযে ঔষধ এখনো খাওয়াইতেছি।

প্রশ্নকর্তা:এখনো খাওয়ায়তেছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এখন ঔষধ খাওয়াইয়ে এইযে উঠাইছি। জ্বর ঠান্ডা কাশি। গত কয়দিন যাবতই মনে করেন একবার ঔষধ এনে খাওয়াইছি। কমে নাই। ফিরে আবার যাইয়া আনছি। তাও কমে নাই। তারপর আবার যাইয়া আনলাম। এখন আবার কাশি কমছে, জ্বর কমছে। কিন্তু ভিতরে যে কফটা বইসা রয়ছে, ঐটা বের হয়তেছেনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এটা কতদিন হলো শুরু হয়ছে?

উত্তরদাতা:তাওতো পনের বিশ দিন হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: পনের বিশ দিন, অনেক দিন হয়ে গেলে তো। আপনি যেয়ে মাঝখানে দুইবার না ঔষধ নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতা:দুইবার নিয়ে আসছি।

প্রশ্নকর্তা:দুইবার নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কোথায় গেছিলেন? কোথা থেকে ঔষধ নিয়ে আসছিলেন?

উত্তরদাতা:ঔষধ আনছি আপনার ঐয়ে টিএনটির .... মার্কেট। যে ডাক, হ্যা ঐটা ..... মার্কেটই। আর ঐ ডাক্তারের নামও ডা:৩৯।

প্রশ্নকর্তা:ও। .... মার্কেট। আর মার্কেটের নামও ....., না?

উত্তরদাতা: ডা:৩৯। হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। বলতেছিলেন যেটা আপনার বাবু হচ্ছে কতদিন হলো অসুস্থ?

উত্তরদাতা:সাতমাস। আর বাবু অসুস্থ পনের বিশ দিন।

প্রশ্নকর্তা: পনের বিশ দিন। হবে, না? আচ্ছা। তো কি যেন বললেন আপনার? ওর কি কি অসুবিধা বললেন?

উত্তরদাতা:জ্বর ঠান্ডা কাশি।

প্রশ্নকর্তা:জ্বরও আছে, ঠান্ডাও আছে আবার কাশিও আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এখন জ্বর ভালো হয়ে গেছে, কাশিও ভালো হয়ে গেছে। কফটা ভিতরে রয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: কফটা ভিতরে রয়ে গেছে।

উত্তরদাতা:ঔষধ চলতেছে। ঔষধ চলতেছে। আল্লাহর রহমতে ভালো হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা:বলছিলেন হচ্ছে ডা:৩৯ এর কাছে গেছিলেন, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। যেটা, হায়রে, এখনো তো কাশতেছে দেখতেছি। (বাচ্চা কাশি দিলো)

উত্তরদাতা:কফটা ভিতরে রয়ছে তো, ঐটা উঠে গেলেই আর কাশবেনা। বের হয়তেছেনা।

প্রশ্নর্কতা:ও। আহারে ছোট বাচ্চা। আর ডা:৩৯ এর কাছে গেছিলেন বললেন। ঐ ডা:৩৯ কিরকম ডাক্তার একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:ভালো।

প্রশ্নর্কতা:মানে সে কি পাস করা এমবিবিএস ডাক্তার নাকি কি তার, পড়াশোনা কতটুক?

উত্তরদাতা:ঐটা তো আর আমি জানিনা যে কতটুক পড়ালেখা। কিন্তু আমি এতটুক জানি যে, আমার ঐ বড় মেয়ে তো ওর জন্মের পরের থেকেই উনার কাছ থেকে চিকিৎসা করাই। ঠিক আছে। উনার কাছ থেকে যে ঔষধ পত্র আনি, আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়। ভালো হয়। উনি এবার কতটুক পড়ালেখা করছে, কি করছে, ঐগুলা জানিনা। কিন্তু উনার কাছ থেকে ঔষধ এনে খাওয়ালে সুস্থ হয়ে যায় বাচ্চা।

প্রশ্নর্কতা:এমবিবিএস ডাক্তার কিনা, এটা জানেন?

উত্তরদাতা:না। এটা আমি শিওর জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:শিওর জানেন না? ঐযে ইলিয়অস ডাক্তারের কাছে যান, ঐখানে কি ভিজিট দেয়া লাগে তাকে?

উত্তরদাতা:না না। কোন ভিজিট দেয়া লাগেনা।

প্রশ্নর্কতা:দেয়া লাগেনা? উনি কি কোন প্রেসক্রিপশন লিখেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: প্রেসক্রিপশন লিখেন। প্রেসক্রিপশনে লিখা থাকেনা কিরকম ডাক্তার?

উত্তরদাতা:আছে তো। কোথায় যেন রাখছি। ঐটা আছে লেখা। আমি দেখিওনা ঠিকমতো। ঔষধ আনি, ঔষধ খাওয়াই। কি ডাক্তার

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু ঐ ভিজিট দেয়া লাগেনা?

উত্তরদাতা:না। ভিজিট লাগেনা।

প্রশ্নর্কতা:সিরিয়াল থাকে?

উত্তরদাতা:অনেক ভিড় থাকে। সিরিয়াল অনেক সময় যখন দেখা গেছে আপনার অনেক মানুষ হয়ে যায়, কে কার আগে ডাক্তার দেখাবে অনেক সময় একটা ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি হয় না? তখন সিরিয়াল নাম্বার একটা দেয়। যার যার সিরিয়াল মতো যায় আরকি। যখন ভিড় থাকে বেশি তখন। যখন ভিড় থাকেনা কোন সিরিয়াল লাগেনা।

প্রশ্নর্কতা: সিরিয়াল লাগেনা।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে কি কি ঔষধ খাওয়াচ্ছেন বাচ্চাকে এখন?

উত্তরদাতা:এখন তো ঔষধগুলো খাওয়াচ্ছি ঐযে চারটা সিরাপ খাওয়াচ্ছি ঠান্ডা, কাশি ঐগুলার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:এই চারটা, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা একটু বলবেন, কোনটা কিজন্য খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতা:এটা তো আমাকেও বলেনি। সম্ভবত এটা কাশির। এটা কাশির সম্ভবত।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি নাম? ওরসেফ। ওরসেফ হচ্ছে সেফিক্সিন, না? এটা সেফিক্সিন গ্রুপের। এটা বলতেছেন, কিজন্য দিছে বলতেছেন?

উত্তরদাতা:কোনটা কিসের জন্য দিছে, তাতো বলে নাই। যেএটা   জন্য বা এটা কাশির জন্য এরকম বলে নাই।ঠিক আছে। যে সমস্যা এই সমস্যা বলার পরে এটা খাওয়াতে দিছে।

প্রশ্নর্কতা: ঐ শুরু থেকে পনেরদিন, প্রথম দিন যেদিন গেলেন, সেদিন থেকেই এই চারটা চলতেছে?

উত্তরদাতা:না। আরো এর আগে যে দুইবার গেলাম, দুইরকম ঔষধ, ঔষধ পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিছে। এখনো এগুলা অন্য ঔষধ দিছে। আগে যে ঔষধগুলা দিছে, এগুলা না এটি।

প্রশ্নর্কতা:ঐগুলো এর মধ্যে নাই?

উত্তরদাতা:নাই। এর মধ্যে নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এগুলো কতদিন আগে আনছেন?

উত্তরদাতা:এগুলো আনছি আপনার গত চারদিন আগে।

প্রশ্নর্কতা: চারদিন আগে। আচ্ছা। এটা হচ্ছে আপনার ওরসেফটা হচ্ছে সেফিক্সিনের আর এটা হচ্ছে ফেনাডিন, ফেক্সো ফেনাডিন। এটাও বলতে পারেন না কিজন্য?

উত্তরদাতা:না। বলে নি।

প্রশ্নর্কতা:ফিয়া- প্যারাসিটেমল। এটাতো প্যারাসিটেমল। আর এটা হচ্ছে পিউরিসাল। লেবো ফালবিউটেমল- সালফেট, আচ্ছা। তো এই চারটা একসাথেই দিচ্ছেন। চারদিন হলো খাওয়াচ্ছেন এগুলো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এর আগে কি কি খাওয়ায়ছেন, মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা:না। এর আগে কি কি ঔষধ খাওয়াইছি, একটা নাপা খাওয়ানো হয়ছে জ্বরের জন্য আর বাকী তিনটার কথা বলতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তিনটার কথা বলতে পারেন না? আরো তিনটা ছিল?

উত্তরদাতা:চারটা ঔষধ দিছিল।

প্রশ্নর্কতা: চারটা ঔষধ দিছে।

উত্তরদাতা:এর আগে যখন দিছিল তিনটা। পরে দিছিল চারটা। এখনো চারটা দিছে।

প্রশ্নর্কতা:এখনো চারটা দিছে, না? ঐ একই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন তো?

উত্তরদাতা: একই ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনার কাছে কি প্রেসক্রিপশনগুলি আছে? যে প্রেসক্রিপশন লিখছিল? ৫:০০

উত্তরদাতা:আছে।

প্রশ্নর্কতা:গত দুইবার যে গেলেন, দুইবারই কি প্রেসক্রিপশন দুইটা দিছে?

উত্তরদাতা:তিনবার তিনটা দিছে।

প্রশ্নর্কতা:তিনবার তিনটা দিছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তিনবার তিনটা দিছে। আগে যে ঔষধগুলা যখন মনে করেন কাজ হয় নাই তো উনি ঐটা পাল্টাইয়া আবার নতুন করে ঔষধ দিল। আবার নতুন প্রেসক্রিপশন। তারপর ঐটা যখন কাজ হয় নাই, নিয়ে গেছি। কাগজ আর ঐ ঔষধ দেখাইছি। কাগজটা নিয়ে গেলে তো আপনার বুঝতে পারে যে কোন ঔষধগুলা দিছে। ঐটা হারায় নাই। এখন যখন দেখছি যে কাজ হয়ে গেছে, ভালো হয়ে গেছে। ঘর ঝাড়, পরিষ্কার করছি তো । সাথে কাগজও ফেলে দিছি সবগুলো।

প্রশ্নর্কতা:ও। সেই কাগজও ফেলে দিছেন?

উত্তরদাতা:এজন্য তো প্যাকেটগুলো রেখে দিছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐ কাগজ আর কোথায় ফেলছেন, মনে নাই।

উত্তরদাতা:হ্যা। কোথায় পড়ছে মনে নাই তো এজন্য প্যাকেটগুলা রেখে দিছি। যদি আবার দরকার পড়ে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন যদি আর একবার যদি যাওয়া লাগে তাহলে তখন কি দেখাবেন?

উত্তরদাতা:এই প্যাকেটগুলা নিয়ে যাবো। এই যে এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:ও, প্যাকেটগুলা দেখাবেন উনাকে? আচ্ছা। তো ঐযে যখন খাওয়ায়ছিলেন পনের দিন আগে। প্রথম যে বার খাওয়ায়ছিলেন কতদিনের ঔষধ দিছিল?

উত্তরদাতা:ঔষধ কতদিন, মনে হয় সাতদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেছিল।

প্রশ্নর্কতা:সাতদিনের দিছিল কোর্স?

উত্তরদাতা:হ্যা। সাতদিনেরই মনে হয় গেছিল। একটা গেছে মনে হয় আপনার ছয়দিন। আর আরেকটা সাতদিনের বেশীই গেছে। নাপাটা ছিল। কারন নাপা খাওয়ানোর পর আপনার জ্বর সেরে গেছে। দুইদিন খাওয়ানোর পরেই। তারপর আমি তিনদিন পুরোপুরি খাওয়াইছি। তারপর আর খাওয়াই নাই। বলছে যে জ্বর যদি ছেড়ে দেয়, তবে আর না খাওয়াতে। সব ঔষধই শেষ হয়ে গেছিল। আপনার নাপাটা ছিল। নাপাটা আরো খাওয়ানো যেতো। কিন্তু জ্বর ছিল না তো তাই খাওয়াই নাই। ফেলে দিছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐযে বললেন দুইদিন পরে ভালো হয়ে গেছে।

উত্তরদাতা:জ্বর ভালো হয়ে গেছিল।

প্রশ্নর্কতা:তারপরও আপনি তিনদিন খাওয়ায়লেন কেন? আরো একদিন খাওয়ায়লেন, বেশী খাওয়ায়লেন কেন?

উত্তরদাতা:কমপক্ষে তিনদিন নাকি খাওয়াতে হয়। রাতের বেলা জ্বর উঠতো এজন্য খাওয়াইছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কমপক্ষে তিনদিন নাকি খাওয়াতে হয়?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা মানে কিজন্য কমপক্ষে তিনদিন নাকি খাওয়াতে হয়?

উত্তরদাতা:মানে সমস্যা হয়ছে যে যেকোন ঔষধই আপনি যদি কান রোগ হয়, ফুল কোর্স করতে হয়না? ওর আবার জ্বরটা যে কমছে একবারে সারে নাই। যেমন দিনের বেলা জ্বরটা থাকতোনা, রাতের বেলা হালকা থাকতো। এজন্য তিনদিন খাওয়াইছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:এজন্য তিনদিন খাওয়ায়ছেন? তো এরকম ঐ ঔষধ কি সবগুলো বাকীগুলো ঐটা না হয় নাপাটা আপনি তিনদিন খাওয়ায়ছেন। বাকী যে আরো তিনটা ঔষধ ছিল, ঐগুলা কি আপনি পুরা করছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, সবগুলা খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন খাওয়াতে বলছে?

উত্তরদাতা:এইতো সাতদিন।

প্রশ্নর্কতা:সাতদিন খাওয়াতে বলছিল। সাতদিনই খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: সাতদিন খাওয়ানোর পরে তারপর কি করলেন এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা: সাতদিন খাওয়ানোর পর দেখতেছি যে কমে নাই। কাশিটা কমে নাই। জ্বরতো কমে গেছে। কাশি কমে নাই। তারপর আমি ভাবলাম যে দেখি আর দুইটা দিন। যদি ঔষধ খাওয়ানোর পর যদি দেখি যে কমে গেল, তখন তো আর যাওয়ার দরকার নাই। তখন দেখি যে দুইদিন তিনদিন দেখলাম। তখন কাশ কমে নাই। কাশিটা কমে নাই। তারপর আপনার কিছুদিন পর জ্বর আবার উঠছে। তারপর কাশিও আবার বেড়ে গেছে। এখন ঠান্ডাও লেগে গেছে। নাক দিয়ে প্রচুর পানি পড়তেছে। চোখ দিয়ে সহ পানি পড়তেছে। তখন দেখার, আবার দুইদিন দেখার পর ফিরে আবার নিয়ে গেছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে ঔষধ খাওয়ার সাতদিন তো খায়লেন, খাওয়ার পরে আরো দুইদিন দেখলেন। দুইদিন দেখার পরে আবার নিয়ে গেলেন।

উত্তরদাতা:আবার নিয়ে গেছি।

প্রশ্নর্কতা:ঐ একই ডাক্তারের কাছে? তখন কয়টা ঔষধ দিছিল?

উত্তরদাতা:প্রথম তো বললাম না তিনটা দিছিল। পরে আবার চারটা দিছে।

প্রশ্নর্কতা:পরে চারটা দিছিল? ও আচ্ছা। প্রথম বারে তিনটা। একটা হচ্ছে নাপা আর দুইটা মনে নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আর পরের বার হচ্ছে চারটা। চারটার মধ্যে কি কি ছিল মনে করতে পারেন? মানে এগুলোর মধ্যে কোনটা ছিল কিনা?

উত্তরদাতা:না। এগুলোর মধ্যে একটাও ছিলনা।

প্রশ্নর্কতা: এগুলোর মধ্যে একটাও ছিলনা। তো এগুলা ছাড়া কি একটাও মনে করতে পারেন কিনা?

উত্তরদাতা:না। মনে করতে পারতেছিনা।

প্রশ্নর্কতা:মনে করতে পারেন না। আচ্ছা। ঠিক আছে। ঐযে ঔষধগুলো খাওয়ায়ছিলেন, তিনধরনের ঔষধ খাওয়ায়ছিলেন। নাপা কিভাবে খাওয়ায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:নাপা খাওয়াইছি আপনার ঐযে চামচ দিছিল, এক চামচ করে দুইবার।

প্রশ্নর্কতা: এক চামচ করে দুইবার?

উত্তরদাতা:সকালে এক চামচ আবার রাতে এক চামচ।

প্রশ্নর্কতা:কয় ঘন্টা পর খাওয়াতে হবে, এরকম কিছু বলছিলেন?

উত্তরদাতা:না। বলছে যে সকালে, সকালে একবার রাতে একবার।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর বাকীগুলো? বাকী দুইটা?

উত্তরদাতা:বাকীগুলার মধ্যে একটা ছিল আপনার হাফ চামচ, আধা চামচ কইরা দুইবার।

প্রশ্নর্কতা:দুইবার?

উত্তরদাতা:হ্যা। তিনবার কোন ঔষধই ছিলনা। দুইবারই ছিল।

প্রশ্নর্কতা:আর একটা?

উত্তরদাতা:আর একটা যেটা ছিল ঐটা দেড় চামচ করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। দিনে কয়বার?

উত্তরদাতা:দুইবারই।

প্রশ্নর্কতা:সবগুলাই সকালে আর রাতে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এগুলার মধ্যেও মনে হয় দুইবারই সব। তিনবার নাই। সম্ভবত। হ্যা, এইযে দুইবার। এটা তিনবার।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে প্যারাসিটেমলটা। ফিয়া।

উত্তরদাতা:এটা দুইবার।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে পিউরিসাল। পিউরিসালটা দুইবার। আর ফেনাডিনটা

উত্তরদাতা:একবার।

প্রশ্নর্কতা: ফেনাডিনটা একবার, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। ওরসেফ, এটা দুইবার।

প্রশ্নকর্তা:ওরসেফটা দুইবার, না? ১০:০০

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা তিনবার।

প্রশ্নকর্তা:তো ঐগুলো আর মনে নাই যে কিভাবে ইয়ে করছেন?

উত্তরদাতা:না। মনে নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো আপনি কি ঠিকভাবে খাওয়ায়ছিলেন না ঐ

উত্তরদাতা:হ্যা। আমি বাচ্চাদের ঔষধ নিয়ে কোন ইয়ে করিনা। অবহেলা করিনা।

প্রশ্নকর্তা:দ্বিতীয় যে দ্বিতীয়বার গেলেন। যাওয়ার পরে কয়দিনের ঔষধ দিছিল?

উত্তরদাতা:এরপরে কয়দিনের দিছিল ঐটাতো মানে ঔষধ আমি ফুল কোর্স করিনি। ঐটা তিনদিন খাওয়ানোর পরে দেখতেছি কমতেছেনা। ফিরে আবার গেছি। তিনদিন খাওয়ানোর পর দেখতেছি কোনটাই হয়তেছেনা। তারপর আবার গেছি।

প্রশ্নকর্তা:মানে তিনোটাই কিন্তু ঐ চারটাই খাওয়ায়ছিলেন ঠিক মতো তিনদিন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:খাওয়ানোর পরেও দেখলেন যে কোন কাজ হয় নাই?

উত্তরদাতা:পরে আবার গেছি।

প্রশ্নকর্তা:পরে আবার গেছেন?

উত্তরদাতা:ঔষধ ছিল। থাকা অবস্থায় আবার গেছি। যে তিনদিন খাওয়াইছি। কোন কাজ হয়তেছেনা। তখন এটা আমার জানার বিষয় আছে। দেখতিছে আরো বাড়তেছে। কাশি সারারাত মানে কাশে। সারা রাত কাশে। ঘুমাতে পারেনা কাশির জন্য। দিনের বেলাও একই অবস্থা। তিনদিন হয়ে গেছে ঔষধ খাওয়াইতেছি। কান কাজ হয়না। তখন কি করবো, আবার গেছি। তারপর এইযে এগুলা আবার দিল।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তারপর ঐ তিনদিন পরে গেলেন। যাওয়ার পরে এই ঔষধ এই চারটা ঔষধ পাল্টাই দিয়ে এই চারটা ঔষধ দিছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। এগুলা আবার খাওয়ানোর সাথে সাথে আল্লাহর রহমতে যেদিন রাতের বেলা আনলাম, আনার পরে খাওয়ানোর পরেই আল্লাহর রহমতে ঐ রাতেই ওর জ্বর, কাশি ভালো হয়ে গেছে। ঐ রাতেই জ্বর ভালো হয়ে গেছে, কাশি ভালো হয়ে গেছে। এখন শুধু বুকে যে কফটা ঐটা বইসা রয়ছে। ঐটা আল্লাহর রহমতে সেরে যাবে।

প্রশ্নকর্তা:কোনটা খাওয়াচ্ছেন আর কোনটা খাওয়াচ্ছেন না, এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:সবগুলাই খাওয়াইতেছি। যে চারটা দিছে সবগুলা খাওয়াইতেছি।

প্রশ্নকর্তা:সবগুলা খাওয়ায়তেছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এইযে বললেন ভালো হয়ে গেছে।

উত্তরদাতাঃ ভালো হয়ে গেছে, তারপরও খাওয়াইতেছি আপনার বুকের মধ্যে যে কাশিটা বইসা রয়ছে। আমি তো আর জানিনা এটার মধ্যে কোনটা ঠান্ডার, কোনটা জ্বরের এটাতো আমি জানিনা। আর এটা ডাক্তার বলে নাই যে ও যদি সুস্থ হয়ে যায় খাওয়ানো বাদ দিতে। এখন আমার কথা হচ্ছে যে খাওয়াতে থাকি সাতদিন। এটা দেখি। সাতদিন খাওয়াতে থাকি। তারপর যদি তারপরও যদি আবার কিছু হয় তাহলে পরেরটা পরে আরকি। আল্লাহ না করুক। সুস্থ হয়ে গেছে। সুস্থই থাক।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, সেটাতো অবশ্যই। সুস্থ হোক, এটাইতো সবাই চায়। আচ্ছা। তাহলে হচ্ছে এভাবেই চলতেছে এখনো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর কয়দিন খাওয়াবেন এগুলো? কয়দিন আপনাকে এমনে কয়দিন খাওয়াতে বলছিল?

উত্তরদাতা:ঔষধ তো আপনার কয়দিন এটা নির্ধারিত বলে নাই যে এতদিন খাওয়াবেন। ঠিক আছে? এটা এরকম বলে নাই। এটা এরকম যেহেতু বলে নাই আমি খাওয়াইতেছি। আমি আজকে চারদিন হয়তেছে ঔষধ যে খাওয়াইতেছি চারদিন হয়ে গেছে। তো ঔষধ প্রায় শেষও হয়ে আসছে। আর দুইদিন খাওয়ালে মনে হয় শেষ হয়ে যাবে। দুইটা সিরাপ শেষ হয়ে যাবে। ছোটটা যেটা, এটা শেষ হয়ে যাবে। এটা শেষ হয়ে যাবে। তারপর আরেকটা আছে। ঐটাও মনে হয় শেষ হয়ে যাবে। পাউডার জাতীয় যেটা, ঐটা শেষ হয়ে যাবে।

প্রশ্নর্কতা:পাউডার জাতীয় কোনটা এখান থেকে?

উত্তরদাতা:এইযে এটা।

প্রশ্নর্কতা:ওরসেফটা। সেফিক্সিন। এটা শেষ হয়ে যাবে বলতেছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আর তার মধ্যে আর একটা আছে। এটা মনে হয়। এটাই মনে হয়তেছে।

প্রশ্নর্কতা:পিউরিসাল।

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা আছে এখনো অনেক আছে। তারপর আরেকটা আছে। ওরসেফ, এখনো দুইটা সিরাপ মানে অনেকটা আছে আর দুইটা প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে শেষ হলে আর খাওয়াবেন না? শেষ পর্যন্তই খাওয়াবেন। এরকম কি?

উত্তরদাতা:হ্যা। সাতদিন কমপক্ষে মানে খাওয়াবো।

প্রশ্নর্কতা:কমপক্ষে সাতদিন খাওয়াবেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐযে যে দুইটা এখনো আছে শেষ হয়ে প্রায় শেষ আসতেছে, এটা পুরাটা খাওয়াবো। তারপরে যে সিরাপ আরো অনেকখানি আছে ঐটা সাতদিন খাওয়ার পরেও যদি থাকে পরে আর খাওয়াবোনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ঐযে মাঝখানে যে ঔষধ ইয়া করছিলেন

উত্তরদাতা:তখন হয়তো আল্লাহর রহমতে আর নাও লাগতে পারে। কারন যেহেতু সুস্থ হয়ে গেছে এখন, সাতদিন খাওয়ানোর পর হয়তো নাও লাগতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐযে ঔষধ তিনদিন খাওয়ানোর পরে যে গেলেন, ঐ ঔষধগুলো কি করছেন?

উত্তরদাতা:ঐখানেই রাইখা চলে আসছি। ডাক্তারের কাছে নিয়া গেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তারের কাছে?

উত্তরদাতা:রাইখা আসছি। ঐগুলা আর আনি নাই। রাইখা আসছি ঐখানেই। উনি মনে হয় ফাইলা দিছে। সম্ভবত ফেলে দিছে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। এটা একটু জানতে চাচ্ছি যে এটাতো গেল হচ্ছে আপনার ছোট বাচ্চারটা। এইযে বাকীরা? এখন কি সবাই বাকী তিনজন আপনারা সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুস্থ আছি।

প্রশ্নকর্তা:সুস্থ আছেন, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো যখন কেউ অসুস্থ হয় বাড়ির মধ্যে দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতা:আমি।

প্রশ্নকর্তা:আপনিই করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর হচ্ছে এইযে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে বাচ্চা যখন স্কুলে যায়, বিভিন্ন, ওরতো এটা দৈনন্দিন কাজ। এই স্কুলে যাওয়া, প্রাইভেটে যাওয়া। তাহলে এগুলো করতে গিয়ে, ভাই কাজে গিয়ে ধরেন এগুলোতে প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে এরা যখন অসুস্থ হয় এটা আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন? ১৫:০০

উত্তরদাতা:অসুস্ত হলে তো মনে করেন বুঝা যায়। যেমন ওর আব্বু যদি অসুস্থ হয়, উনি তো বলতে পারে। ও বলতে পারে আম্মু আমার এই সমস্যা হয়তেছে। তখন আমি এটা দেখি। ফলো করি। একটা সুস্থ মানুষ আর অসুস্থ মানুষ চোখে পড়েইতো। তখন ফলো করার পর যদি দেখি যে এটা একদিন দেখি যে এটা কি। আসলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবো কিনা। ফলো করার পর তারপর যদি মনে হয় যে ডাক্তারের কাছে নিতেই হবে। এইযে কিছুদিন আগেই তো কিছুদিন আগে বলতে শীতের মধ্যে। মশা কামড়ায়ছিল। ওর শরীরে তো আবার এলার্জি আছে। তো

প্রশ্নকর্তা:কার কথা বলতেছেন বড়টার?

উত্তরদাতা:হ্যা, আমার মেয়ের। ওর শরীরে এলার্জি আছে ওর আব্বুর মতো। তো মশা কামড় দিলেই ঐটা চুলকানি দিলেই ঐটা ঘা হয়ে যায়। এরকম হয়ছিল। সারা শরীরে ভইরা গেছিল একদম। ফক্সের মতো হয়ে গেছিল। ফক্স উঠেনা?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ঐরকম হয়ে গেছিল সারা শরীর। তখন মনে করেন ওরে এটা আবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা:ও, হোমিওপ্যাথি।

উত্তরদাতা:হ্যা। তিনশো টাকা দিয়ে এরকম একটা সিরাপ দিছিল। ঐটা তিনদিন খাওয়ানোর পর ভালো হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। কতদিন আগে এটা?

উত্তরদাতা:এটা শীতের মধ্যে। গত শীতে। নভেম্বর

প্রশ্নকর্তা:গত শীতে?

উত্তরদাতা:হ্যা, নভেম্বরের পরে। সম্ভবত জানুয়ারির দিকে এরকম হয়ছে। জানুয়ারি মাসের ভিতরে হয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এরক আরো ভাইয়ের ধরেন ভাইয়ের কিছু হইলে এটা কিভাবে জানেন?

উত্তরদাতা:বলে। যেমন, কালকেই তো কাঠের কাজ করতেছিল। আমাদের দোকানে একটা কারিগর আসে নাই তো। তখন ঐ কাজটা উনার করতে হয়ছিল। তো হঠাৎ করে কাজ করতে গেলে তো, যে মানুষ সবসময় কাজ করেনা। হঠাৎ যেকোন মানুষের হঠাৎ একটা কাজ করলে ভারী কাজ করলে কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়। উনার হাতের মানে এই কাঠ কি করলো যেন তখন এই হাতে আরকি ছুলে গেছে। তখন এটা দেখায়ছে। বলছে যে আমি আজকে কাজ করছি। আমার হাতের এই অবস্থা হয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:কেটে গেছে?

উত্তরদাতা:কেটে গেছে। ছুলে গেছে। এরকম বলে। ফোনে বলে। বা বাসায় আসে যখন, তখন দেখায়, বলে। এভাবে আরকি।

প্রশ্নকর্তা:এভাবে জানতে পারেন?

উত্তরদাতা:এভাবে জানতে পারি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এরকম কি বাড়ির মধ্যে সবসময় কেউ অসুস্থ থাকে, এরকম কেউ আছে চারজনের মধ্যে কেউ আপনাদের?

উত্তরদাতা:না না। আল্লাহর রহমতে আমরা, ওতো ও যে হইছে আজকে সাতমাস। সাতমাসের ভিতরে মনে করেন ওর কোন ডাক্তারের কাছে আমার নিতে হয় নাই। এই মাসটাই ওকে নিতে হলো ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: বাকী যে ছয়মাস শুধু নাভিটা শুকানোর জন্য মনে করেন (কারো সাথে কথা বললেন) নাভিটা শুকায়ছিল না। একমাস কাঁচা ছিল। তখন মনে করেন এই হোমিওপ্যাথি, তারপর এইযে একটা ড্রপ দিছিল, দুইশো টাকা। ঐ নাভির মধ্যে দেওয়ার পরে ভালো হয়ে গেছে। এরমধ্যে ওরে শুধু একটা ভিটামিন আইনা খাওয়াইছিলাম। ঐখান থেকে। হোমিওপ্যাথির কাছ থেকেই।

প্রশ্নকর্তা: হোমিওপ্যাথি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এবার তো চিকিৎসা করতেছেন এলাপ্যাথিক?

উত্তরদাতা:হ্যা। এবার ঐটা ধরে নাই। ভাবতেছি যে এত পরিমান, এটাতো মনে করেন আস্তে আস্তে কাজ করে। এটা আবার একটু দ্রুত কাজ করে। আর যে ঠান্ডা যে জ্বর প্রচুর বাইড়া গেছিল একদম। তখন চিন্তা করলাম যে ঐ ঔষধ টা আস্তে আস্তে কাজ করবো। ততক্ষন তো আমার মেয়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তখন এখানে নিয়ে গেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তাহলে আপনারা মাঝেমাঝে হোমিওপ্যাথিও চিকিৎসা করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, করি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এরকম যে এটা তো না হয় আপনি বুঝতে পারলেন। আর আপনার ইয়ের মধ্যে যে ও এবার অসুস্থ হয়ছে। আর এরকম কোন নিয়মিত অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে, এরকম কেউ নাই?

উত্তরদাতা:না। সবসময় যে একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়েই থাকে একজনের পর একজন। ঐরকম আমাদের মধ্যে আল্লাহর রহমতে নাই।

প্রশ্নকর্তা:এরকম আরকি। প্রতিমাসেই অসুস্থ হয়। এরকম?

উত্তরদাতা:না। এরকম আল্লাহর রহমতে আমরা কেউ না। সুস্থই থাকি আল্লাহর রহমতে। ভালো আছি। হঠাৎ আরকি ও একটু সমস্যা হয়। হঠাৎ মানে হঠাৎই আরকি আমাদের একটা একটা সমস্যা দেখা দেয়। তবে আমার একটা সমস্যা, এটা হচ্ছে এটা হয়ছে আপনার টিউমার। ঠিক আছে? এটা গত অনেক বছর যাবত

প্রশ্নকর্তা:হাতের মধ্যে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তারপর এটা এখানে এত বড় হয়ে গেছিল। অপারেশন করতে হয়ছে। অপারেশন করার পরও ভালো হয় নাই। এখনো কিছু এক বছরের মতো ভালো ছিল। এখন আবার দেখা দিতাছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এটা কতদিন হলো অপারেশন করছেন?

উত্তরদাতা:তিন বছর হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: তিন বছর হয়ে গেছে? এটাকি বলছিল, কি হয়ছে?

উত্তরদাতা:উনিও শিওর দিয়ে বলে নাই। বলছে যে, এটা অপারেশন করতেছেন মানে হাত প্রচুর ব্যথা করতো তো আবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছি। ঔষধ দিছে। খেয়ে কাজ হয় নাই। কমে নাই, ভালো হয় নাই। তখন হাত ফুলে যেতো। কয়দিন পরপরই হাত ফুলে যেতো, এই রগগুলা ফুলে যেতো। ব্যথা করতো প্রচুর। এটা কন্টিনিউ থাকতোই। এটা সবসময় থাকতো। ব্যথা করতো। ভালো হতোনা। এই হাতে কিছুই করতে পারতামনা। তখন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর বললো যে এটা আপনি আপাতত অপারেশন করেন। তবে আমি আপনাকে শিওর দিতে পারতেছিনা যে অপারেশন করার পর এটা ভালো হয়ে যাবে একবারে। আবার দেখা দিতে পারে। এটা বলছে। ডাক্তারে বলছে। ডাক্তারের দোষ নাই। ২০:০০

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তখন আমার কথা হয়ছে যদি এক বছর ছয়মাস যদি ভালো থাকি তাও আমার সবসময় অসুস্থ থাকার চেয়ে ছয়মাস ভালো থাকা তো ভালো।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। তা তো অবশ্যই।

উত্তরদাতা:তারপর অপারেশন করছিলাম। এক বছর ভালো ছিল। এখন আবার দেখা দিতাছে। মাঝখানে আরো বড় হয়ে গেছিল। একন কমে গেছে। আবার দেখা দিতাছে। এই আরকি। তবে এটা নিয়ে আমি এখন কোন চিকিৎসা করতেছিনা। আর এখন আগের মতো এটা সমস্যা দেয়ও না। আগে যেমন ব্যথা করতো, হাত ফুলে যেতো। আগের মতো সমস্যা করেনা।

প্রশ্নকর্তা: আগের মতো সমস্যা করেনা।

উত্তরদাতা:না। শুধু বড়ই হয় আবার মিশে। বড় হয় আবার মিশে। এই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এটা একটু বলেন যে আপনি, আপনারা আরকি বাড়ির মধ্যে যখন কেউ অসুস্থ হয়ে যায় হঠাৎ করে, আপনারা কোথায় যান সবার আগে?

উত্তরদাতা:যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন হঠাৎ মানে যদি মনে করি যে অসুস্থতা হয়ছে, জ্বর ঠান্ডা এরকম কোন কিছু হালকা পাতলা হলে আগে ফার্মেসিতে যাই। যেমন এইযে ইলিয়াস, উনার কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তা:ইলিয়াস, কি ফার্মেসি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:মানে উনি কি

উত্তরদাতা:ফার্মেসি আবার পাশে উনার আবার এমবিবিএস ডাক্তারও বসে একজন।

প্রশ্নকর্তা: এমবিবিএস ডাক্তারও বসে?

উত্তরদাতা:হ্যা। বসে।

প্রশ্নকর্তা:উনি আবার এমবিবিএস না?

উত্তরদাতা:উনি কোন ইয়ে নিয়ে বসেনা আরকি।

প্রশ্নকর্তা:উনি দোকানদার?

উত্তরদাতা:উনারই দোকান। উনি একজন ডাক্তার মানে ভালো। আমি উনার কাছ থেকে এত বছর যে ঔষধ বাচ্চাদের এনে যে খাওয়াইতেছি বা আমি নিজে খাচ্ছি অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে সুস্থ হইতেছি।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু ঐযে বললেন উনার ঐখানে দোকানের মধ্যে চেম্বার করে একজন এমবিবিএস বসে।

উত্তরদাতা:আছে। হ্যা। বসে।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু উনি

উত্তরদাতা:উনি, আমরা ঐখানে যাইনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে যান না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা: ডা:৩৯এর কাছেই যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:দোকানটাও উনার। উনি আবার

উত্তরদাতা:ঔষধ

প্রশ্নকর্তা:রোগীও দেখেন?

উত্তরদাতা:রোগীও দেখেন। হ্যা। উনি আবার ভিজিট নেন না। এই আরকি। আবার এমবিবিএস যে একজন বসছে আপনার চেম্বার নিয়ে, উনি আবার ভিজিট নেয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:দুইশো টাকা নিতো আগে শুনতাম। এখন কত টাকা নেয় কি জানি।

প্রশ্নকর্তা:আপনি কেন এইযে ডা:৩৯ এর কাছে যান, কেন ঐ এমবিবিএসের কাছে যান না?

উত্তরদাতা: এমবিবিএস এর কাছে, উনার কাছে যাইনা কারন কোন মানে ডা:৩৯ এর কাছ থেকে সবসময় আনি। আনার পর দেখি সুস্থ হয়ে যাই। যার কাছ থেকে মনে সুস্থ হয়ে তারপরও অন্য আর একজনের কাছে যাওয়ার তো প্রশ্ন নেই। আর উনার কাছে আমি যাইওনা কখনো।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। কখনো যাননি?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:তো এটা একটু বলেন যে ঐযে বললেন আপনারা সবার আগে কোথায় যান। বললেন একটু জ্বর ঠান্ডা হলে ডা:৩৯এর কাছে যান। এছাড়া?

উত্তরদাতা:এছাড়া যদি কোন বড় কোন মনে করি যে যেমন ভিতরে এইযে আমার বাবু চারমাস জানতামনা। ঠিক আছে। তখন শুধু বমি আসতো। আবার জন্ডিসও ছিল। কিন্তু আমার প্রতি মাসে মাসে মিন্সটা হয়ে যেতো। ও যে চারমাস পেটে মানে মাসে মাসে মিন্সটা যে হতো, বুঝতে পারিনি। বাবু পেটে আমার। তারপরও বমি আসতো, কিছু খেতে পারতামনা। তখন ভাবলাম যে এটা কি করার। তখন তো আর ঐটা ফার্মেসি, ডা:৩৯ ঐটা বুঝবেনা। তখন আমি নিজেই আরকি বুঝতে পারলাম যে এটা একটু আলট্রাসনো করে দেখি। বাকী পস্রাবটা টেষ্ট করে দেখি এটা কি। তখন গাইনি ডাক্তারের কাছে যাই মানে আমার বিষয়টা। ওর যখন হয়ছে তখন গাইনি ডাক্তারের সাথে আলাপ করি। তখন সে একটা আলট্রাসনো করলো, তারপর রক্ত পরীক্ষা পস্রাব পরীক্ষা এসব করলো। এগুলা করার পর দেখে আমার বাবু পেটে চারমাস।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো ঐ গাইনি ডাক্তার কোথায় বসে?

উত্তরদাতা:টঙ্গী মেডিকেল।

প্রশ্নকর্তা: টঙ্গী মেডিকেল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনি কি আপনার নিজের জন্য আরকি সবসময় কোথায় যান?

উত্তরদাতা:আমি আমার নিজের জন্য যদি আমি বেশীরভাগ আমার জন্য আমি গেলে টঙ্গী মেডিকেল যাই। গাইনি

প্রশ্নকর্তা:ঐযে ঐ গাইনি ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা। যদি ঐরকম কোন সমস্যা দেখা যায় তাহলে আমি গাইনি ডাক্তারের কাছে যাই। টঙ্গী মেডিকেলে যাই।

প্রশ্নকর্তা:আর ধরেন জ্বর বা এরকম ঠান্ডা কাশি হলে

উত্তরদাতা:তাহলে এখানেই। এখান থেকেই জ্বর ঠান্ডা মাথাব্যথা

প্রশ্নকর্তা:এখানে বলতে?

উত্তরদাতা:এইযে ডা:৩৯ এর কাছে বা কি, মাথাব্যথার জন্য হলে এরকম আশেপাশে কত ফার্মেসি আছে, ঐখান থেকে মাথাব্যথার ঔষধ এনে খাইয়া নিই। এরকম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এইযে বড় মেয়ের জন্য?

উত্তরদাতা:ওর জন্য যদি এরকম হালকা পাতলা জ্বর ঠান্ডা হয়, তাহলে ডা:৩৯ এর কাছে নিয়ে যাই। উনি ঔষধ দিলে সারে। আবার ছোট বেলায় একটা সমস্যা হয়ছিল ওর। পস্রাবের রাস্তায়। সমস্যা হয়ছিল। তখন ঐ গাইনি ডাক্তার দেখাইছিলাম। এই টঙ্গী মেডিকেলে।

প্রশ্নকর্তা:ওকে, ঐ বাচ্চাকে নিয়ে গেছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, ওকে সাথে নিয়ে গেছি। ওর সমস্যা হয়ছিল তো। ঐটা ডাক্তার না দেখলে, রোগী না দেখলে তো বুঝবেনা ডাক্তার। রোগীতো সাথে নিয়ে যাওয়া লাগে। তখন ওকে সাথে নিয়ে গেছিলাম টঙ্গী মেডিকেলে। গাইনি ডাক্তার দেখানোর পর উনি একটা মলম দিছিল, আর একটা সিরাপ দিছিল। আল্লাহর রহমতে ঐটা খাওয়ানোর পরে সেরে গেছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এটা কতদিন আগে?

উত্তরদাতা:এটাতো ও যখন কত, দুই বছর কি তিন বছর বয়স, তখনকার।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। দুইতিন বছর

উত্তরদাতা: দুইতিন বছর।

প্রশ্নকর্তা:এখন কত বছর বয়স?

উত্তরদাতা:এখন তো ঐযে আট বছর শেষ হয়ছে। নয় বছর চলতেছে।

প্রশ্নকর্তা:নয় বছর চলতেছে। অনেকদিন হয়ে গেল তো ঐটা।

উত্তরদাতা:হ্যা, অনেক দিন হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা:তো ভাইয়ের ক্ষেত্রে যদি উনি অসুস্থ হয়, তাহলে উনি কোথায় যান?

উত্তরদাতা:উনিও এরকম ফার্মেসিতেই যাায়। ডা:৩৯ এর কাছে যায়।

প্রশ্নকর্তা: ডা:৩৯ এর কাছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তারপরে যদি বড় কোন সমস্যা আল্লাহর রহমতে এখনো হয়নি। আল্লাহ না করুক। এমনি হালকা পাতলা যদি কোন সমস্যা হয়, ফার্মেসিতে যায়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এরকম একটু বলবেন যে, এইযে যাচ্ছেন, যাওয়ার সময় সিদ্ধান্তটা কে নেয়? কোথায় যাবেন, কি ডা:৩৯এর কাছে যাবেন, হোমিওপ্যাথি যাবেন

উত্তরদাতা:এটা ওর আব্বু আর আমি দুইজনে আরকি আগে যুক্তি করি কোথায় নিলে ভালো হবে। আগে এখানে নিবো নাকি ঐখানে নিবো। তখন অনেক সময় আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, না, আগে এই ডাক্তার দেখাইছি, কাজ হয় নাই বা এইযে যেমন ওর হোমিওপ্যাথি , ভাবলাম যে অতিরিক্ত ওর জ্বর ঠান্ডা। এখন এটায় কাজ হবেনা। এখন ওর দ্রুত কাজ করার জন্য ওর এলোপ্যাথি দরকার। তখন আমি ইলিয়াসের কাছে যাবো। কারন উনি আবার জিজ্ঞেস করে। ওর আব্বু আবার জিজ্ঞেস করে যে, কোথায় নিবা, কোন ডাক্তারের কাছে নিবা। তখন আমি বলি যে অমুক ডাক্তারের কাছে যাবো। সময়মতো উনি নেয়, সময়মতো আমিও নিই।

প্রশ্নর্কতা:তো কে বেশী নেয়?

উত্তরদাতা:বেশী আমি নিই।

প্রশ্নর্কতা:বেশী আপনি নেন? আচ্ছা। তো এইযে সিদ্ধান্ত ইয়েগুলো আপনিই বেশী নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাচ্চা কাচ্চার পড়ালেখা তারপর অসুখ হলে চিকিৎসার যে বিষয়টা, ডাক্তার কোনটা দেখাতে হবে, সংসারের একটা বিষয় আছে যে জিনিষটা বাজরের ক্ষেত্রে যেটা, এটা আমি নিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐ সিদ্ধান্তগুলো আপনি নেন যে কোথায় বাচ্চাকে স্কুলে দিবেন

উত্তরদাতা:হ্যা। এগুলা আমি নিই।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন ডাক্তার দেখাবেন এগুলো

উত্তরদাতা:এগুলো আমি নিই। উনি জিজ্ঞেস করে যে এখন বাচ্চাকে কোন স্কুলে দিবা। এই স্কুলে দিবো। দাও, সমস্যা নাই। তারপরে ডাক্তার দেখাবা, কোন ডাক্তার দেখাবা, এটা দেখাবো।

প্রশ্নর্কতা:নাকি এরকম যে অনুমতি নিতে হয়?

উত্তরদাতা:না। অনুমতি নিতে হয়না।

প্রশ্নর্কতা:শুধু জানা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:সিদ্ধান্ত আপনার

উত্তরদাতা:উনি জিজ্ঞেস করে কোনটা নিবা? আমি ঐটা নিবো। যাও। কোন অনুমতি নিতে হয়না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এরকম। তার মানে এইযে চিকিৎসার ব্যাপারে চিকিৎসা সেবার ব্যাপারে সবগুলো আপনিই নেন?

উত্তরদাতা:এগুলা আমিই নিই।

প্রশ্নর্কতা:তো কোন বিষয়গুলি উনি সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তরদাতা:উনি যদি মনে করেন একটা সাধারন জমি কেনার বিষয় মানে বড়, ব্যবসায়ের যে উনি যে ব্যবসাটা করেন, ঐটার ক্ষেত্রে তো আর জানবোনা। উনি পুরুষ মানুষ, উনি কাজ করে। এটা উনার দায়িত্ব। উনি সিদ্ধান্ত নেয় কখন কি করতে হবে না হবে। ঐটার ব্যাপারে আমি কোন ইয়ে করিনা। উনি উনারটা উনার সিদ্ধান্ত উনিই নেয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এগুলার ব্যাপারে আপনি নেন কেন?

উত্তরদাতা:সংসারের বিষয়টা আমার দায়িত্ব। এটা আমি নিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা আপনার দায়িত্ব?

উত্তরদাতা:হ্যা। উনার ব্যবসা, এটা উনার দায়িত্ব, উনার ব্যাপার।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে হচ্ছে ইয়া এই সিদ্ধান্তগুলি সবই আপনি নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। সংসারের বিষয় যে বাচ্চাদের পড়ালেখা ডাক্তারের কাছে যাওয়া, কাপড় লতা কেনা, বাচ্চাদের যে এক্সট্রা কেয়ার বা সংসারের যে এক্সট্রা কেয়ার এগুলা আমি নিই। ঠিক আছে? আর উনার ব্যবসার যে ঘর ভাড়া মানে কখন কি মানে একটা যে দায়িত্ব, খরচের যে দায়িত্বটা, এটা উনার। ব্যবসার যে দায়িত্ব, ঐটা উনার। আমার সংসারে যখন যা লাগবে, যেমন ঘর ভাড়াটা লাগবে, যে অমুক তারিখে জানে যে দশ তারিখে ভাড়া দিতে হবে। আমার ভাড়া চাওয়ার দরকার। এইযে দশ তারিখে ভাড়া লাগবে, দিয়া যাও। তারপরে সংসারে আমার এই জিনিসটা লাগবে, দিয়া যাও। দিবে, টাকা দিবে নয়তো কিনে আনবে। এটা উনার দায়িত্ব।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এইযে ডাক্তারের কাছে যখন যান, বাচ্চাকে নিয়ে যে তিনবারই তো গেলেন, এই পরপর তিনবার গেলেন। তিনবার কি বাচ্চাকে সাথে নিয়ে গেছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাচ্চাকে সাথে নিয়ে গেছি।

প্রশ্নর্কতা:আর কে কে গেছিল সাথে?

উত্তরদাতা:ওর আব্বু আর আমি।

প্রশ্নর্কতা:ও। আপনারা তিনজনই গেছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:প্রতিবারই কি ওর আব্বু গেছে সাথে?

উত্তরদাতা:হ্যা। প্রতিবারই ওর আব্বু গেছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর যখন আপনি যখনই ডাক্তারের কাছে যান, সাথে কি সবসময় উনি যায় নাকি

উত্তরদাতা:সবসময় যায় বলতে কি, হঠাৎ দেখা গেছে উনি কাজে একটু বাহিরে যায় যেমন, কাঠ কিনতে হয় না আমাদের? যেটা ব্যবসা, ব্যবসার কাজে একটু বাহিরে যেতে হয়। যেমন মাল আনতে হয়না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:উনি তো দূরে যায়। তখন দেখা গেছে ঐ সময় আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া, উনারতো আর সম্ভব নয়। ঐখান থেকে আইসা যাওয়ার। ঠিক আছে? অনেক সময় উনি সকালে গেলে রাত হয়ে যায় আসতে আসতে। বা আবার বিকালে যায়, আসতে আসতে অনেক রাত হয়ে যায়। তখনি যদি সময় করতে পারে তাহলে আরকি আমার সাথে এমনি বেশীরভাগই যায়। ঠিক আছে? আর যখন সময় করতে পারেনা, তখন তো আর যেতে পারেনা। দূরে যখন থাকে, দোকানে যখন থাকেনা, ফ্রি যখন থাকেনা, কাজে যখন ব্যস্ত থাকে তখন যেতে পারেনা। তখন আমার একা যাওয়া লাগে।

প্রশ্নর্কতা:এইযে সাথে কেন আপনি ভাইকে নিয়ে যান?

উত্তরদাতা:কেন নিয়ে যাই এটা, উনিও জানুক বাচ্চাদের একটা এক্সট্রা কেয়ার কিভাবে রাখতে হয়, কোন বিষয় কি হইলো না হইলো এটা আমার জানার পাশাপাশি উনারও জানার দরকার আছে। মানুষের এই আরকি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এজন্য। তাহলে এইযে যখন আপনি ঐখানে যান, এইযে ডা:৩৯এর কাছে যান, কিন্তু আপনি এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে যান না। এখানে তো আরো অনেক ফার্মেসি আছে। ডা:৩৯এর ফার্মেসি ছাড়াও। ৩০:০০

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেক আছে।।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনি কেন ঐ ডা:৩৯এর কাছেই যান?

উত্তরদাতা:উনার কাছ থেকে ঔষধ খাওয়ানোর পর ভালো হয়ে যাই। উনার মানে চিকিৎসাটা ভালো। যে ঔষধগুলা দেয় ঐগুলা ভালো। ঠিক আছে? কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা:কাজ করে। এজন্য।

উত্তরদাতা:হ্যা। এজন্য যাই। আর অন্যগুলোতে এখন মানে হঠাৎ, ঐযে বললাম না অন্য ফার্মেসিতে যাওয়া হয় কিভাবে, যেমন এখন আমার মাথাব্যথা করতেছে। দুইটা ঔষধ মানে ট্যাবলেট দরকার। তো অন্যটায় যাই। এমনি জ্বর ঠান্ডা হয়ছে, কোন একটা ফার্মেসির কাছে যাইনা, সবসময় উনার কাছেই যাই। উনার কাছে যাই। উনার ঔষধ খাইয়া ভালো হই। ঠিক আছে। চেনাজানা। অনেকদিনের পরিচত হয়ে গেছে একটা। তো অন্যটায় গেলে, উনারও একটা আইডিয়া হয়ে গেছে আমাদের কোন চিকিৎসাটা করলে, কোন ঔষধটা দিলে কাজ করবে। ঠিক আছে? তারপর মনে করেন আমরাও পরিচিত। উনি পরিচিত। এরকম আরকি। আর অন্য কারো কাছে এতদিন যাওয়াও নাই। পরিচিতও নাই। ঠিক আছে? ভালো না মন্দ তাও বলতে পারিনা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এইযে যখন ওরা যান, ডা:৩৯এর কাছেই যান, তখন তো একটা প্রেসক্রিপশন দেয়।

উত্তরদাতা:হ্যা। দেয় তো।

প্রশ্নকর্তা:বা আপনি যখন গাইনি ডাক্তারের কাছে গেছিলেন, উনি প্রেসক্রিপশন একটা দিছিল।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আপনারা এইযে ঔষধ কিভাবে কিনতে হবে, আমি কি, তিন চারটা ঔষধ হয়তো লিখে দেয় ঐখানে

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:ঔষধের নাম লিখে দেয় বা ঔষধের নাম লিখে দেয়, তখন ঐ তিন চারটা ঔষধ হয়তো পুরা কোর্স সাতদিনের দেয়, হয়তো চৌদ্দ দিনের দেয়। এখন আপনি কতদিনের আনবেন বা সবগুলো আনবেন কিনা, এটা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন, এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:এটা এভাবে নিই যেমন আমি এখানে বাসা থেকে তো আর বলতে পারিনা ডাক্তার কত টাকার ঔষধ দিবে, কত দিনের ঔষধ দিবে। এটা তো আর জানিনা। এখন দেখা গেছে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম। উনি ঔষধ ফুল, মানে যা যা লাগবে, সব লিখে দিল। তখন আমি ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করি যে কয়দিনের ঔষধ কতদিন মানে অনেকে এক মাসের ঔষধ দেয়। অনেক ঔষধ আছে এক মাসের, আর একটা দেয় তিন মাসের। এরকম ঔষধ আছে। যেমন ও যখন পেটে ছিল তখন একটা ঔষধ দিছিল তিন মাসের। আর একটা ঔষধ ওর ডেলিভারির আগ পর্যন্ত খেতে হবে। আর একটা ছিল এক মাস খেতে হবে। তারপর মনে করেন এটার একটু বাজেটটাও বেশী। সময়তে কিন্তু টাকা আমি নিয়ে গেলাম যা, তার মানে টাকা অনুযায়ী ঔষধ বেশী। তখন কি করতে হয়, মানে ম্যানেজ করি। এত টাকা আছে। তখন আমি এতদিনের ঔষধ নিতে পারবো। তখন আমি ঐ হিসাব করে মানে ঐটা আমি সিদ্ধান্ত নিই। তখন ঐভাবে আমি নিয়ে আসি। তারপর ঐটা প্রেসক্রিপশনটা রেখে দিই, কাগজটা। তারপর যখন দরকার পড়লে,

হ্যা, দরকার তো অবশ্যই পড়ে। তখন ঐ কাগজ দেখায়ে আবার ঔষধ নিয়ে আসি। আর বলে দিই মানে যদি আমি যাই তাহলে বলি যে এর আগে আমি এত দিনের ঔষধ নিয়ে গেছিলাম। এখন আপনি এতদিনের ঔষধ দেন। এটা বলি আর ওর আব্বু গেলেও এভাবে শিখায়ে দিই যে এভাবে ঔষধ তো আইনা খাওয়া হয়ছে, এখন বাকী দিনের ঔষধ নিয়ে আসবেন। বাকী আছে যেগুলো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে কথা হচ্ছে যে এরকম। আপনি যত টাকা নিয়ে যান বা ঔষধ কেনার জন্য যত টাকা বাকী থাকে, ঐ টাকা দিয়েই

উত্তরদাতা:অনেক সময় দেখা গেছে যে

প্রশ্নর্কতা:যা ঔষধ পাওয়া যায় নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:নিয়ে আসি। অনেক সময় দেখা গেছে যেমন আলট্রাসনো করা লাগে। মেডিকেলে তো আপনার আলট্রাসনো করেনা। বাহিরে করতে হয়। তো বাহিরে করতে গেলে আপনার পাঁচশো ছয়শো একহাজারও লাগে। আমার ব্রেষ্টে একবার সমস্যা হয়ছিল। অনেক বছর আগের কথা। প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগের কথা। ব্যথা করতো, শুধু ব্যথা করতো। তখন এক হাজার টাকা নিছে আপনার দুইটা আপনার আলট্রাসনো করতে। ঠিক আছে। তখন আমি টাকা সাথে নিয়ে গেছি তাও তিন হাজার টাকা। নিয়ে যাওয়ার পরে মানে ডাক্তারের ভিজিট লাগছে পাঁচশো টাকা। আপনার আলট্রাসনো করছে। ঐখানে গেছে এক হাজার টাকা। তারপর মনে করেন ঔষধ দিছে আপনার অনেক। অনেক ঔষধ দিছে মানে আরো পনের শ টাকার মধ্যে ঔষধ আসেনা। আরো ইনজেকশন সব মিলায়ে মনে করেন ঔষধই আসে আপনার তিনহাজার টাকা। আর আমার পনের শ টাকা তো খরচ হয়ে গেছে। আর পনের শ টাকা আছে। পনের শ টাকার ঔষধ লাগতেছে আরো। তখন ঐ পনের শ টাকার ঔষধ নিয়ে আসলাম। পরে আবার বাকী টাকার ঔষধ নিয়ে আসলাম। এরকম। তিনহাজার টাকা, ডাক্তারের কাছে গেলে তো আপনার কোন নির্দেশও নেই যে এত মানে জানাও যায়না। আমি ঘরে বসে থেকে কিভাবে জানবো যে কত টাকার ঔষধ লাগবে, কি আসয় বিষয়।

প্রশ্নর্কতা:সেটাই। তাহলে এইযে মাঝখানে ধরেন আপনি পনের দিনের ঔষধ নিয়ে আসলেন। আপনাকে ত্রিশ দিনের ঔষধ দিল। মাঝখানে যে আরো পনের দিন গ্যাপ থাকে, বাকী থাকে। আপনি ঐগুলো কখন নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:ঔষধ মানে এক দুইদিন থাকা অবস্থায় আবার নিয়ে আসি, খেতে থাকি। আবার দেখা গেছে ঐদিকে যাওয়া পড়ে। দূরে তো। ষ্টেশন রোড তো। ঐখান থেকে তো আনা হয়। যদি ঐদিকে যাওয়া পড়ে, এভেইলএবল ঐখানে যাওয়া পড়ে না তো এতটা। যখন ওর আব্বু যায়, তখন নিয়ে আসে। বাকী আমার ঔষধ বলতেছিযে থাক, আছে যখন চলুক। দুই একদিন থাকতে আবার নিয়ে আসিস। এরকম আরকি। এটা আরকি এরকমভাবে আনা হয়।

প্রশ্নর্কতা: এরকমভাবে আনা হয়।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা একটু বলেন যে, তাহলে আনলেন। এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় যে তাও কি আপনি নেন নাকি ভাই নেয় যে কতদিনের আনবেন বা কয় প্রকারের আনবেন এইযে এই ব্যাপারে ৩৫:০০

উত্তরদাতা:ঔষধ তো মনে করেন চিকিৎসার মধ্যে আপনার যে যে ডাক্তাররা যে ঔষধগুলো দেয়, আমার যে মানে সমস্যা, ঐ সমস্যার যে ঔষধগুলো দেয়, সবগুলাই তো খাওয়ানোর জন্য দরকার ঔষধ অনুযায়ী দিছে। একটা বাদ দিয়ে যদি আরেকটা খেলাম, আরেকটা বাদ দিলাম। তো চরবেনা। কম করে হলেও সবগুলা খাওয়ানো লাগবে। ঐ হিসাব করে। তখন ঐটা ঔষধ সবগুলাই আনা হয়। কিন্তু অল্প যদি মানে আনতে হয়, তো অল্পই আনি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কে সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তরদাতা:উনিও নেয়, আমিও নিই। এটা দুইজনেই নিই।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা আপনারা দুইজনেই নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেক সময় আমি বলি যে ঔষধ কিভাবে নিবা, এখনতো এভাবে লেখা আছে। কি করবা এখন। তখন বলি সবকটা থেকেই অল্প অল্প কিছু নিয়া নেন। সাতদিনের বা পনের দিনের এভাবে নেয়। এরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তা:এভাবে নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এখন হঠাৎ করে যদি আপনার ঔষধপত্র লাগে, তখন আপনারা সাধারনত কোথায় যান?

উত্তরদাতা:হঠাৎ

প্রশ্নকর্তা:এটাতো একবার বললেন যে, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এখন ঔষধ লাগলে বাড়ির মধ্যে ঔষধের দরকার পড়ছে

উত্তরদাতা:বাড়ির মধ্যে ঔষধ যেমন এইযে সাধারন হাত কেটে গেছে, এটা স্যাভলন দরকার, ব্যান্ডেজ দরকার, ওয়ান টাইম দরকার এগুলা আশেপাশের ফার্মেসিতে যাই। মাথাব্যথার ঔষধ এগুলা আশেপাশের ফার্মেসিতে যাই।

প্রশ্নকর্তা:সবসময় কোথা থেকে নেন ঔষধ যদি দরকার লাগে। ধরেন

উত্তরদাতা:যখন যেখানে পাই। এখন দেখা গেছে এখানে দুই তিনটা ফার্মেসি আছে।

প্রশ্নকর্তা:এখানে তো ধরেন আপনি বললেন যে যদি কেটে যায়, ছোট ইয়া লাগে, তখন নেন আরকি।

উত্তরদাতা:হ্যা। তখন মনে করেন সব সময় এক দোকান থেকে, এখান থেকে, হঠাৎ এখন হাতটা কেটে গেছে, এখন তো মনে করেন হাতটা কেটে গেছে, এখন ইলিয়াসের কাছে যাওয়া বাব ড় ডাক্তারের কাছে যাওয়া এটা প্রয়োজন নেই। আর যদি বেশী কেটে যায়, তখন ডাক্তারের প্রয়োজন হলে তো ডাক্তারের কাছে যাওয়াই লাগবে। তখন তো আশেপাশের কোন ফার্মেসি থাকলে ঐ ফার্মেসির কাছে যাওয়া লাগবে। আর এখানে কয়েকটা ফার্মেসি আছে। দেখা গেছে অনেক সময় অনেকটা বন্ধ থাকে। একটা খোলা থাকে। ঐটা হয়ছে এরকমভাবে আরকি।

প্রশ্নকর্তা:ধরেন আপনার যদি কোন ঔষধ লাগতেছে, এটা ধরেন এই ছোট ইয়ার জন্য না। ধরেন আর একটু বড় অসুস্থতার জন্য ঔষধ লাগতেছে। ধরেন প্রেসক্রিপশনে আপনি পুরা ঔষধ আনেন নাই। তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, বাকীটা ঐযে ঐখান থেকে আনি। ষ্টেশন রোড থেকে আনি।

প্রশ্নকর্তা: ষ্টেশন রোড।

উত্তরদাতা:এখানে পাওয়া যায়না সব ঔষধ। টিএনটি পাওয়া যায়না।

প্রশ্নকর্তা: ডা:৩৯ এর দোকানে?

উত্তরদাতা:ঐখানেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। মাঝেমধ্যে পাওয়া যায়না এরকম আরকি। আমরা বেশীরভাগই ষ্টেশন রোড থেকে আনি।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে হচ্ছে ঔষধ কেনার ক্ষেত্রে আপনারা বেশীরভাগ হচ্ছে

উত্তরদাতা:টঙ্গী মেডিকেলের সামনেই যে আপনার ঔষধের দোকান অনেকগুলা না ঐখানে?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। হ্যা।

উত্তরদাতা:ঐখান থেকে আনা হয় ষ্টেশন রোড।

প্রশ্নর্কতা:যেকোন একটা থেকে নাকি সবগুলা থেকেই

উত্তরদাতা:যে মানে ইচ্ছা।

প্রশ্নর্কতা:নির্দিষ্ট কোন পছন্দ আছে নাকি?

উত্তরদাতা:না। ঐরকম নাই।

প্রশ্নর্কতা:ঐরকম নাই। না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আর ডা:৩৯এর দোকান থেকে আপনারা ঔষধ বলতেছেন সবগুলা পান না?

উত্তরদাতা: ডা:৩৯ এর দোকান বলতে কি মনে করেন যেকোন ফার্মেসি অনেক ঔষধ মেডিকেল থেকে দেয় আপনার টঙ্গী মেডিকেল থেকে যে ঔষধগুলা দেয়, ঐ ঔষধগুলা এদিকে পাওয়া যায়না। এদিকে ডা:৩৯ এর দোকানে হঠাৎই পাওয়া যায়। হঠাৎ পাওয়া যায়না সবসময়। তো আমরা এখান থেকে আনি কম। আর জানি যে পাওয়ার, যদি পাওয়া গেলনা। আবার ঘুরে আসতে হলো। আবার ঐখানে যেতে হলো। ভেজাল না?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এজন্য

উত্তরদাতা:তাই আমরা ডাইরেক ঐখানে যাই। ঐখান থেকেই ঔষধগুলো আনি। ষ্টেশন রোড।

প্রশ্নর্কতা: ষ্টেশন রোড থেকে তার মানে ঔষধ নিয়ে আসেন। কিন্তু ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে যান হচ্ছে ইলিয়াসের কাছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। উনি যদি মনে করে যে উনার দ্বারা আর সম্ভব না। ডা:৩৯, যে এখন আর এটা আমি যেমন আার একবার টাইফয়েড জ্বর হয়ছিল। এটাও অনেক আগের কথা। টাইফয়েড জ্বর হয়ছিল, তখন উনার কাছ থেকে এরকম একবার দুইবার ঔষধ এনে খাইছি। কাজ হয় নাই। তখন রক্ত পরীক্ষা করতে বললো। তখন ঐখানে ধরা পড়লো যে আমার টাইফয়েড জ্বর। তো উনার ক্ষেত্রে যতটুক সম্ভব উনি চিকিৎসা করে। তারপরও যদি দেখে যে আর পারতেছেনা, তখন তো উনি বলে যে আপনি বড় ডাক্তার দেখান। ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখায়ে রক্ত পরীক্ষা করেন বা কি যে টেষ্টগুলো উনি দেয়, ঠিক আছে?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:আপনি এগুলো করে আসেন, কি হয়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে হচ্ছে তারপরও আপনারা যান হচ্ছে ডা:৩৯এর কাছে আগে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো হোমিও যে যান, হোমিও কি শুধু, কার কার জন্য যান? হোমিও যে চিকিৎসা করেন, বললেন

উত্তরদাতা:শুধু ওর জন্য আনা হয়ছিল আপনার ভিটামিন আর নাভি শুকানোর জন্য। আর আমার বড় মেয়ের জন্য আনা হয়ছিল আপনার ঐযে মশা কামড়ায়ছিল, সরাসরি ফক্সের মতো হয়ে গেছিল। ওর জন্য আনা হয়ছে আপনার ঐগুলার জন্য। ফক্সের জন্য আনা হয়ছিল আর নাকে পলিও বাড়ছিল। ঠিক আছে, ঐটার জন্য আনা হয়ছে। এই আরকি।

প্রশ্নকর্তা:হোমিও আপনাদের, ভাইবা আপনার জন্য হোমিও?

উত্তরদাতা:আমার জন্য একবার আনা হয়ছে আপনার ইসের জন্য। মানে সাদা স্রাব যেতো। ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এগুলা ভাঙতো আপনার উনার কাছ থেকে দুইটা ঔষধ এনে খাওয়ার পর আল্লাহর রহমত ভালো হয়ে গেছে। আনছিলাম, ঠিক আছে? এটা গত তিন চার পাঁচ মাস আগের কথা।

প্রশ্নকর্তা: তিন চারমাস আগে

উত্তরদাতা: চার পাঁচ মাস আগে

প্রশ্নকর্তা: চার পাঁচ মাস আগে

উত্তরদাতা:শবেবরাতের আগে।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে আপনি

উত্তরদাতা:ওর আব্বুর জন্য আনা হয়ছে আপনার শরীরে মানুষের শরীরে একধরনের সাদা সাদা ইয়ে বের হয়না? কি হয়, সাদা হয়ে যায় শরীর। সোদ নাকি কিজানি হয়। উনার জন্য৪০:০০

প্রশ্নকর্তা:ঐগুলাকে কি বলে? সাদা সাদা হয়

উত্তরদাতা:শরীরে আরকি, গলার নীচে মানে এমনে সাদা সাদা হয়ে যায়তেছে। জায়গায় জায়গায়। ঠিক আছে? এটা কি যেন একটা রোগ বলে। চামড়া সাদা সাদা হয়ে যায়তেছিল। এরকম আর চুলকায়। শুধু চুলকায়। তখন উনার জন্য ঔষধ আনা হয়ছিল দুইবার। এখন কমে গেছে

প্রশ্নকর্তা:ঐ হোমিও ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা। হোমিও।

প্রশ্নকর্তা:এটা কতদিন আগে?

উত্তরদাতা:দুইমাস খাওয়ানো হয়ছে। দুইমাস আগে থেকেই।

প্রশ্নকর্তা: দুইমাস আগে। এখনো খাচ্ছেন?

উত্তরদাতা:এখন শেষ।

প্রশ্নর্কতা:এখন শেষ। এখন খায়না আর। তার মানে হোমিও চিকিৎসা আপনারা সবাই করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। মাঝেমধ্যে আরকি এটা অসুখ বুইঝা, অনেক সময় দেখা গেছে, এইযে যেমন ওর যে নাভি শুকানোর যে ঔষধটা, ঐটা এর আগে মনে করেন আমার বাবু পেটে থাকতে যে গাইনি ডাক্তার দেখায়তাম তো টঙ্গী মেডিকেলেই। তারপরও এমনি আরকি এখানে পাশে একটা ডাক্তার বসছিল। তো ভাবছিলাম, হোমিওর সাথে তখন আমার এত যোগাযোগ ছিলনা। জানতামনা। ঠিক আছে? এমনি আরকি আমরা আগে ঐদিকে ছিলাম। তখন বললো যে এখানে একটা ভালো ডাক্তার। নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

প্রশ্নর্কতা: নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

উত্তরদাতা:ঐখান থেকে ওরে টিকা দিই। এখন টিকা দিতে গেছিলাম। নাভি শুকায় নাই। তখন ডাক্তাররে দেখাইলাম। মহিলা একটা বসে। উনি আবার যে ঔষধগুলো দিছে, এখানে কোথাও পাইনা। একেবারে ষ্টেশন রোডে গিয়ে, ঔষধগুলা কোথাও নেই ঐ ঔষধগুলা। তারপর একটা মলম দিছে। মলম দুইটা দিছি, কাজ হয় নাই। নেবানল।

প্রশ্নর্কতা:নেবানল?

উত্তরদাতা:হ্যা। কোন কাজ হয়নি। তারপর দেখি কোন কাজ হয় নাই। একমাস পর্যন্ত ঐগুলা দেওয়ার পর। ঐ চিকিৎসায় কোন কাজ হয় নাই পর কিন্তু হোমিওর কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা:হোমিও ডাক্তার কোথায় বসেন? কি নাম?

উত্তরদাতা:নতুন বাজার। .... ফার্মেসি।

প্রশ্নর্কতা: .... ফার্মেসি।

উত্তরদাতা:.... হোমিও হল।

প্রশ্নর্কতা: ..... হোমিও হল। আচ্ছা। তাহলে এরকম আপনারা অসুখ বুঝে হচ্ছে ইয়া হোমিও ডাক্তার বা এলোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা। অসুখ বুঝে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা কে সিদ্ধান্ত নেয়? ভাই নাকি আপনি?

উত্তরদাতা:আমি নিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি নেন?

উত্তরদাতা:এটা আমি নিই।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে ঔষধ ষ্টেশন রোড থেকে নিয়ে আসেন, সর্বশেষ কার জন্য নিয়ে আসছিলেন ঔষধ?

উত্তরদাতা:সর্বশেষ কার জন্য আনা হয়ছে, সর্বশেষ তো মনে নাই। অনেকদিন হয়ছে যাওয়া পড়ে না তো।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:অনেকদিন হয়ে গেছে

প্রশ্নর্কতা:তার মানে সর্বশেষ আপনি এই বাচ্চার জন্য ঔষধ আনছেন ডা:৩৯এর কাছ থেকে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটাইতো?

উত্তরদাতা:এইযে ওর জন্য ডা:৩৯এর কাছ থেকে আনা হয়ছে। এছাড়া

প্রশ্নর্কতা:এছাড়া গত ছয়মাস বা এরমধ্যে কোথাও থেকে ঔষধ আনছেন?

উত্তরদাতা:এইতো এছাড়া

প্রশ্নর্কতা হোমিও ডাক্তার ছাড়া আরকি। হোমিও তো আনছেন বললেন। হোমিও ছাড়া

উত্তরদাতা:না। এছাড়া আর কোন ডাক্তারের কাছেই যাইনি। এইযে ডা:৩৯এর কাছে যাইলাম ওরে নিয়ে। এই। এইযে এটা ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: ডা:৩৯এর কাছে কি কি ধরনের ঔষধ পাওয়া যায় বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা:কি কি ধরনের বলতে আমাদের যে যে সমস্যা হয়ছিল, উনার কাছ থেকে সবগুলাই পাইছি। এছাড়া অপারেশন ছোটখাটো টুকটাক অপারেশনও উনার কাছে হয়। যেমন আমার হাতে যে টিউমারটা হয়ছিল। উনার কাছে অপারেশন করছিলাম।

প্রশ্নর্কতা কে অপারেশন করছে?

উত্তরদাতা:উনি নিজে।

প্রশ্নর্কতা: ডা:৩৯ ডাক্তার?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:উনি অপারেশনও করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এইযে যেমন হাতে ছোট টিউমার হয়ছে, হয়তো সে বুঝেশুনে করে কিনা, বড় কোন অপারেশন করে কিনা, না, মনে হয়না যে করে সে। ছোটখাটো যেমন হাতে টিউমার হলো। এটা অপারেশন করলো। এই আরকি। এছাড়া মানুষের হাত কেটে যায়, মাথা ফেটে যায়। এরকম সেলাই যদি প্রয়োজন হয়, উনি করে। এগুলাই দেখছি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা করে? তার মানে মোটামুটি অনেক কিছুই তো উনি করে?

উত্তরদাতা:উনি ভালো একজন ডাক্তার মোটামুটি ভালো।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐটা একটু জানতে চাচ্ছি আপনি বললেন হোমিও ডাক্তারের কাছে গেছিলেন, আপনার সাদা স্রাবের জন্য

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি তখন কেন, আপনি তো বললেন আপনি সব সময় গাইনি ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কেন ঐ সময় হোমিও ডাক্তারের কাছে গেলেন?

উত্তরদাতা:ঐ সময় যে কেন গেলাম কারন ভাবলাম, গেছিলাম। আপনার হোমিও, এই গাইনি ডাক্তারের কাছে যে গেছিলাম, উনি আবার যে ঔষধগুলো দিছে, খাওয়ার পর দেখতেছি সারেনা। গেছিলাম। যে ঔষধগুলা দিছে এখান থেকেই মানে একটা সিরাপ দিছে। এখন ঐ সিরাপ খেতে পারিনা। অনেকটা তিতা, কেন যেন। ঠিক আছে? আর যে ঔষধগুলা দিছে, খাইছি। কোন কাজ হয়নি। ভালো হয়নি।

প্রশ্নকর্তা:সিরাপটা পুরা খান নাই?

উত্তরদাতা:খায়তে পারি নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। কতদিন খায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:সম্ভবত দুইদিন নাকি তিনদিন খাইছিলাম, অনেক কষ্টে।

প্রশ্নকর্তা:ঔষধগুলো, ঔষধযেগুলো দিছে?

উত্তরদাতা: ঔষধযেগুলো দিছে, অনেকগুলা দিছে। পুরা একমাসের ঔষধ দিছিল। আমি পাঁচদিনের ঔষধ সম্ভবত আনছিলাম। পাঁচদিনের ঔষধ আনছি। পাঁচদিনই খাইছি। তারপরও দেখতেছি কোন, আচ্ছা যেকোন অসুখই হোক, পাঁচদিন খাওয়ার পরে একটু কম বুঝতাম না?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:একটু কমছে। তখন পাঁচদিন খাওয়ার পর দেখতেছি, একটুও কমে নাই। তখনি আবার আমাদের বাসায় যখন বললো, এইযে এই ঘরের আপা বলছিল, আপনি এই সমস্যার জন্য হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ভালো। আপনি ঐখানে যেয়ে দেখেন। তখনি উনার কাছে যাওয়া। উনার কাছ থেকে ঔষধ আইনা খাওয়ার পর সাতদিনেই আল্লাহর রহমতে ভালো হয়ে গেছে আমার। তখন উনি আবার যে ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, উনি আবার বলছে যে ঔষধগুলো তিনমাস খাও। খাওয়ার পর দেখবে তোমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে। কারন আমি দুইমাস খাইছি। এখন আবার শেষ হয়ে গেছে। আনতে হবে। ৪৫:০০

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। হোমিও?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে এখনো খাচ্ছেন আপনি হোমিও?

উত্তরদাতা:হ্যা। এখনো খাইতেছি।

প্রশ্নকর্তা:হোমিও ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো এখন কতদিন হলো শেষ হয়ছে?

উত্তরদাতা:শেষ হয় নাই। আছে এখনো।

প্রশ্নর্কতা:আছে এখনো?

উত্তরদাতা:ঔষধ এখনো আছে। খাইতেছি।

প্রশ্নর্কতা:ও। কতদিনের আছে?

উত্তরদাতা:সম্ভবত আরো সপ্তাহ খানিক যাবে। এক সপ্তাহ যাবে।

প্রশ্নর্কতা:আবার কবে নিয়ে আসবেন?

উত্তরদাতা:এটা এই কয়েকদিনের মধ্যে গিয়ে নিয়ে আসবো। ঔষধটা একটু থাকতেই, এক দুইদিন থাকতেই আবার নিয়ে আসবো।

প্রশ্নর্কতা:তো আপা, এইযে ঔষধপত্র তো আপনি অনেক কিনছেন, অনেক খায়ছেন, বাচ্চাকে খাওয়ায়ছেন

উত্তরদাতা:অনেক।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা একটু বলতে পারবেন যে, এন্টিবায়োটিকের নাম শুনছেন আপনি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, হ্যা। এটা বলে এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিক। কিন্তু আমি মনে করেন যে ডাক্তারের কাছে যে যাই, যে ঔষধগুলো দেয়, মানে আমি ঐটা নির্ধারিতভাবে মানে চেনার চেষ্টা করিনা যে এটা কোন রোগের, এটা কোন রোগের, কোন একটা ইয়ে আছে, ঐটা চেষ্টা করি না। ডাক্তার যে ঔষধ দেয়, এটা খাও, এতদিন বলে। আবার জিজ্ঞেস করি এটা কতদিন খাওয়ানো লাগবে? সময়মতো জিজ্ঞেস করি, সময়মতো করিনা। ঠিক আছে? তখন মনে করেন যা ঔষধ দেয়, আমি খাওয়াই যে নিয়মিত। ভালো হইলে হইলো, না হলে আবার যাই। কিন্তু কোন রোগের কোন ঔষধ, এটা আরকি আমি মানে চেনাজানার চেষ্টা করিনা।

প্রশ্নর্কতা:চেষ্টা করেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা একটু বলেন যেহেতু এন্টিবায়োটিকের নাম শুনছেন

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কি শুনছেন এটা সর্ম্পকে, এটা একটু বলেন। এন্টিবায়োটিক ঔষধটা, এটা কিরকম ঔষধ, এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক শুনলাম আপনার মনে করেন যেমন ঐযে কিসের, জ্বরের নাকি ঠান্ডার যেন, ঐটা আমার আইডিয়া নাই। ঠিক আছে?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, যেটুকু শুনছেন আরকি।

উত্তরদাতা:ঐটুকুই শুনি যে ডাক্তারের কাছে গেলে বাচ্চাদের জ্বর ঠান্ডার জন্য এন্টিবায়োটিক দেয়। তো এন্টিবায়োটিকটা কি কাজের, যেমন বাচ্চাদের জন্য এন্টিবায়োটিকটা অনেকটা ভালো। যেমন, জ্বর না জ্বরের জন্য না। ঠান্ডা কাশির জন্যই এরকম আরকি ভালো মানে অন্য ঔষধের থেকে এন্টিবায়োটিকটা যায়লেই মানে একটু ভালো। এই আরকি শুনি।

প্রশ্নর্কতা:একটু ভালো। মানে কিরকম ভালো, কেন ভালো?

উত্তরদাতা:ঐটা আমি আর যাচাই করিনা।

প্রশ্নর্কতা:যাচাই করেন না?

উত্তরদাতা:না। আমি ঐগুলোর মধ্যে আর এত ইয়ে করিনা। আমার কথা হয়ছে যে ডাক্তারের কাছে যাই, ডাক্তার ভালো বুঝে। কোনটা কোন কাজের, ঐটা আমার দরকার নাই। আমার বাচ্চা সুস্থ হোক, এটাই জানি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে ঐযে এন্টিবায়োটিক বললেন আপনি ইয়া হচ্ছে ঠান্ডা কাশির জন্য দেয়। যেটা হচ্ছে ভালো। অন্য আচ্ছা অন্য ঔষধের থেকে ভালো নাকি কি এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:ঐটাও আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:ঐটাও জানেন না?

উত্তরদাতা:ঐটা আমি জানিনা। অন্য ঔষধ থেকে ভালো কি বা

প্রশ্নর্কতা:কেন ডাক্তার এন্টিবায়োটিক দেয়? এইযে ইয়ার জন্য, রোগের জন্য আরকি। এটা

উত্তরদাতা:এটাও আমার আইডিয়া নাই।

প্রশ্নর্কতা:এটা আইডিয়া নাই।

উত্তরদাতা:না। জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা:শুনছেন হয়তো। কারন আপনারা তো এখানে দেখি আশেপাশের লোকজন আছে।

উত্তরদাতা:অনেকে বলে আমরা যেমন আমি ইলিয়াসের কাছে যাই। অনেকে আছে ইলিয়াস ডাক্তারকে পছন্দ করেনা। কেন পছন্দ করেনা, উনি এইযে এই বাসার মধ্যেই আছে। যে ইলিয়াস ডাক্তারকে পছন্দই করেনা। তো আমি বললাম যে সমস্যাটা কি। বলে, গেলেই কতগুলি এন্টিবায়োটিক লিখে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: গেলেই কতগুলি এন্টিবায়োটিক লিখে দেয়। আমার কথা তো না, যার যার ব্যাপারএটা। তোমার মন চায়, যাওনা। আমার মন চাই, আমি যাই।

প্রশ্নর্কতা:সেটাতো অবশ্যই।

উত্তরদাতা:ঠিক আছে?

প্রশ্নর্কতা:তার মানে ডা:৩৯ হচ্ছে এন্টিবায়োটিক দেয়।

উত্তরদাতা:এটা আরকি অনেকে বলে।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার বাচ্চার জন্য এই চারটা ঔষধের মধ্যে এন্টিবায়োটিক আছে না?

উত্তরদাতা:একটা তো অবশ্যই আছে।

প্রশ্নর্কতা:একটা আছে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। একটা আছে।

প্রশ্নকর্তা:একটা আছে।

উত্তরদাতা:আমার কথা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক দিক আর অন্যটাই দিক। এটা তো ডাক্তার বুঝে শুনেই দিতেছে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। সেটাতো অব্যশই।

উত্তরদাতা:ঠিক আছে? এটাতো আমি রাগ কইরা আরেকজনের বদনাম করার দরকার নাই। না, উনি হয়তো অসুখ হয়ছিল, উনার কাছে গেছে যে হয়তো ভালো হয় নাই। তারজন্য এই কথা বলে। আর আমি যে এই পর্যন্ত মানে মনে করেন যে যতবারই গেছি, ভালো হইছি। তো আমি উনার খারাপ বলার তো প্রয়োজন নাই।

প্রশ্নকর্তা:না না। সেটাতো অবশ্যই। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি যে আপনি নিজে এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে কি কি জানেন আরকি।

উত্তরদাতা:কিছু জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:ঐযে যেটুকু শুনছেন আরকি। কারো কাছ থেকে শুনছেন বা কোনভাবে আপনি জানছেন আরকি। এন্টিবায়োটিক ঔষধ কখন দেয়, কিজন্য দেয় বা কোন রোগের জন্য নাকি বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য নাকি সবার জন্য এইযে জিনিসগুলো, এগুলো জানতে চাচ্ছি। মানে এটা হচ্ছে হয়তো আপনি নিজে ঐভাবে জানেন না কিন্তু শুনছেন যে এন্টিবায়োটিক এই এই কারনে দেয় কারন আমরা তো সবার সাথে মিলেমিশে থাকি।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:থাকতে গেলে দেখা যায় শুনি যে

উত্তরদাতা:হ্যা, অনেক ধরনের ঘটনা জানা যায়, শোনা যায়।

প্রশ্নকর্তা:আপনি নিজেই তো হচ্ছে অনেক ঔষধ খাওয়ায়ছেন, বাচ্চাদের খাওয়ায়তেছেন। তাহলে তো আপনি জানবেন। আরো বেশী। এই ব্যাপারগুলো, ধরেন শুনছেন আরকি। কি কি শুনছেন, এটা একটু জানতে চাচ্ছি। ৫০:০০

উত্তরদাতা:মানে এরকম কোনটা শুনি যে অনেকে যেমন এক ডাক্তারে তো আরেক ডাক্তারের কথা জানতে মানে শুনতে পারেনা। বলে যে আমরা কম পাওয়ারের ঔষধ দিই। বাচ্চাদের আগে। বা বলে যে যেকোন মানুষেরে একটা চিকিৎসা হলে আগে কম পাওয়ারের ঔষধ দিই। আগেই এন্টিবায়োটিক দিইনা। তার মানে এটাই বুঝায় যে এন্টিবায়োটিক টা আগে দেয়না, পরে দেয়। তার মানে এন্টিবায়োটিকটা মনে হয় একটু বেশী পাওয়ারের। এটা আরকি আমি নলেজ নিই। যে আমাদেরই, আমার এক বান্ধবীর হাজবেন্ড তো ঔষধ বিক্রি করে। তখন যে ওর ঠান্ডা জ্বর হয়ছিল। উনি জিজ্ঞেস করছিল, ডাক্তারের কাছে নাও নাই, আমার বান্ধবী। তখন বললাম যে ইলিয়াসের কাছে নিবো। তখন উনি আবার বলতেছে যে, ইলিয়াসে গেলে কতগুলা এন্টিবায়োটিক লিখে দেয়। তখন ভাই মানে আমার বান্ধবীর হাজবেন্ড, উনি বললো যে আমরা বাচ্চাদের হোক আর যাদেরই হোক, আসলে রোগী আগে এন্টিবায়োটিকটা দিইনা। মানে কম পাওয়ারেরটা দিই। পরে দিই। যদি লাগে তাহলে পরে দিই। তার মানে এটাই হয়তো এন্টিবায়োটিকটা কাজ করে ভালো। বেশী পাওয়ারের হয়তো এরকম আরকি আমি আরকি এটা

প্রশ্নকর্তা:আপনি ইয়া করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কিভাবে এই এন্টিবায়োটিক ঔষষধগুলো খায়তে হয়? এইযে বললেন এখান থেকে একটা এন্টিবায়োটিক ঔষধ থাকতে পারে। চারটার মধ্য থেকে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার কি মনে হয় কোনটা হয়তে পারে বা কোনটা এন্টিবায়োটিক হতে পারে?

উত্তরদাতা:এখানে তো লেখা আছে কোনটা যেন এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:এখানে লেখা আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। লেখা তো থাকার কথা। প্যাকেটে।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কিভাবে খায়তে হবে এটা

উত্তরদাতা:এটা ডাক্তাররা বলে দেয় যে এটা এতবার খাওয়াবেন বা কি, ডাক্তাররা যেভাবে বলে সেভাবে খাওয়াই। আমি নিজে করি।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ কতদিনের জন্য দেয় সাধারনত?

উত্তরদাতা:সাধারনত এটা তো আমি জানিনা। এটা আমি শিওর জানিনা। এটা আমি বললাম না যে আমি ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করিনা বা সময়তে করি এটা কতদিন খাওয়াতে হবে। ঠিক আছে? এটা কোনটা মনে করেন জিজ্ঞেস করিনা। তারপরও যদি মনে করি যে কতদিন খাওয়ানো লাগবে, তখন ঐযে জিজ্ঞেস করি। তখন উনারা বলে দেয়। সে অনুযায়ী আমি খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা:সে অনুযায়ী খাওয়ান?

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেকটা মাঝেমধ্যে আমার বড় মেয়েকে যে ছোট থাকতে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম তখন এরকম একটা ঔষধ দিতো যে এই সিরাপটা দুইটা খাওয়াতে হবে। এখন একটা খাওয়ায়তেছেন পরে আরেকটা খাওয়াবেন। এরকম বলে না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তো ডাক্তাররা যেভাবে বলে সেভাবে খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐযে ঔষধ নিয়ে আসার সময় ডাক্তার বলে না এটা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছি। এটা কিভাবে খাওয়াতে হবে, এভাবে বলেনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। খাওয়ানোর নিয়মটা বলে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এটা এন্টিবায়োটিক কিনা সেটা বলেনা?

উত্তরদাতা:না। নামটাম তো এটা এন্টিবায়োটিক বা এটা এই কাজের ঐটা ঐ কাজের এরকমভাবে বলেনা।

প্রশ্নর্কতা:বলেনা? শুধু কিরকমভাবে খায়তে হবে, সেটা বলে দেয়?

উত্তরদাতা: খাওয়ার নিয়মটা বলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: খাওয়ার নিয়মটা বলে দেয়। আচ্ছা। ধরন এইযে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:আবার দেখা গেছে আমি যখন বলি, ঔষধ লিখতেছে, তখন বললাম আমার মেয়ের এই সমস্যাটা অতিরিক্ত। যেমন ওর কাশিটা অতিরিক্ত। তখন বললো যে, হ্যা, এন্টিবায়োটিক একটা দিয়ে দিছি। ঐটা খাওয়ালেই, দুইদিন খাওয়ালেই বুঝতে পারবেন ভালো হয়ে গেছে। এরকম বলে আরকি।

প্রশ্নকর্তা:এরকম বলে। কিন্তু   আচ্ছা। তাহলে এটা বলেন যে ঐভাবে বলে না যে কোনটা এন্টিবায়োটিক, এটা বলেনা। শুধু বলছে যে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছি।

উত্তরদাতা:হ্যা। এরকম বলে।

প্রশ্নকর্তা:আর কোন এন্টিবায়োটিকের জন্য আলাদা কোন নির্দেশনা দেয়?

উত্তরদাতা:না। এমনিত আর কোন কিছু বলেনা। না।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক, শুধু বলে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছি। আর কোন কিছু বলে কিনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:কিভাবে খাওয়াতে হবে, ঐটা বলে

উত্তরদাতা:হ্যা। খাওয়ার নিয়মটা বলে দেয়। এটা এত বেলা খাওয়াবেন, এত চামচ করে। এরকমও বলে দেয়। এরকম বলে।

প্রশ্নকর্তা:আর কিছু বলেনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো এইযে আপনার ঐ চারটা

উত্তরদাতা:আবার এটা বলে এই ঔষধটা খাওয়ানোর পর যদি দেখতেছেন ভালো হয়ে গেছে, তো গেল। আর যদি আপনি দেখেন তিনদিন খাওয়ান বা এতদিন খাওয়ান। খাওয়ানোর পর যদি মনে করেন যে ভালো হয়তেছেনা, কমতেছেনা। তখন আবার এসে আমাকে দেখাবেন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এটা বলে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে আপনার চারটা ঔষধের মধ্যে এটা হচ্ছে সেফিক্সিন। ওরসেফটা। ওরসেফ হচ্ছে আপনার এন্টিবায়োটিক। এইযে এন্টিবায়োটিক, তার মানে আপনি হচ্ছে এন্টিবায়োটিক আপনার ইয়েকে খাওয়াচ্ছেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:বাচ্চাকে। আপনার ডাক্তারও বলছিল এন্টিবায়োটিক দিছে

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর আপনার কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক কিনতে গেলে কি প্রেসক্রিপশন লাগে কিনা?

উত্তরদাতা:এমনি শুধু এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য আমি যাই নাই কোনদিন, তাই বলতে পারিনা। যদি কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ওর যে সমস্যা, এই সমস্যার জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। উনি যা দেয়, তাই খাওয়াই। এক্সট্রা করে যে আমার যাওয়া লাগবে, কাগজ নিয়ে যে ঔষধটা লাগবে। এরকমভাবে যাই টাই নাই।

প্রশ্নকর্তা:এরকমভাবে যান নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আর কোন ঔষধ কিনতে গেলে কি প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা:আপনার যদি কোন ডাক্তার দেখাই, ডাক্তার দেখানোর পর যে ঔষধগুলো লিখে দিলো কাগজে, ঠিক আছে? তখন মনে করেন এই ঔষধগুলো এদিকে পাইলামনা। লিখে তো দেয় কাগজে। যে আমার এই সমস্যা। এই সমস্যার জন্য কাগজে ঔষধটা লিখেই দেয়। এদিকে না পাইলে তো তখন ঐ কাগজটা নিয়ে যাওয়াই লাগবে। ডাক্তারে যেহেতু লিখে দিছে, ঐটা তো আর আমি নিজে জানিনা আমার কোন রোগের কোন ঔষধটা লাগবে। এটা ডাক্তারই জানে। এটাতো আর আমি জানিনা। কাগজে লিখে দিলে ঐটা নিয়ে তো যাওয়াই লাগে। ৫৫:০০

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, তার মানে প্রেসক্রিপশন নিয়ে যান আপনি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এইযে এন্টিবায়োটিকের জন্য কিনতে গেলে আলাদা করে প্রেসক্রিপশন লাগে কিনা? এটা কি বলবেন?

উত্তরদাতা:ঐটা তো আমি

প্রশ্নকর্তা:কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:যাই নাই কোনদিন? বলতে পারিনা।

প্রশ্নকর্তা:ঐটা বলতে পারেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আপনার কি ধারনা, এন্টিবায়োটিক কিনতে গেলে কি ডাক্তাররা দেয়? যেমন এই ঔষধটা যদি আলাদা করে কিনতে যান তাহলে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া কিনতে পারবেন?

উত্তরদাতা:না। ডাক্তাররা, না , এটা যদি মনে করেন আমার বাচ্চার যে সমস্যাটা, আমি যে নিয়ে গেছি। আমার বাচ্চাটা দেখেই তো ডাক্তার এই ঔষধটা দিছে। তো এখন তো আমি ডাক্তার না। আমার বাচ্চার কি সমস্যা, এই ঔষধটা কি কাজের এটা তো আমি জানিনা। তাহলে আমি আন্দাজে ডাক্তারের কাছ থেকে এই ঔষধটা এনে খাওয়াবো কিভাবে? ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। তার মানে ডাক্তার যখন আপনাকে অসুস্থতা, অসুখ হলে আপনি ডাক্তারের কাছে যান, ডাক্তার দেখায়

উত্তরদাতা:উনি যা ঔষধ দেয়

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। এজন্য আপনি জানেন না যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঔষধ দেয় কিনা?

উত্তরদাতা:হ্যা। যদি এইযে যেমন অনেক সময় ডাক্তাররা বলে যে এটা আরেকটা খাওয়াবেন। এটা খাওয়ানো শেষ হোক। আরেকটা খাওয়াবেন। তখন ঐ কাগজটা রেখে দিই। রেখে দিই কিন্তু। তখন এইযে আবার টিক চিহ্ন দিয়ে দেয় যে, এই ঔষধটা পরে আবার নাম লিখা থাকেনা?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:যে ঔষধটা লাগবে পরে এসে নিয়ে যেও। তখন ঐ কাগজটা নিয়ে যেয়ে যেটা আরেকটা খাওয়ানোর কথা বলছে, ঐটা আবার নিয়ে আসি। কাগজটা নিয়ে যাই। ঐরকম আরকি। এমনি আলাদাভাবে আমি নিজে কোন কাগজ নিয়ে যেয়ে ঔষধ আনবো ডাক্তার ছাড়া। ঐরকম আমি করিনা। আগে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তারে যে ঔষধ দেয় কাগজে লিখে ঐটাই আনি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এরকম কখনো হয় নাই যে এটা তো না হয় এন্টিবায়োটিক গেল। নরমাল ঔষধের জন্য প্রেসক্রিপশন লাগে কিনা?

উত্তরদাতা:নরমাল ঔষধ বলতে যেমন?

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য ঔষধগুলো কিনতে?

উত্তরদাতা:এমনে সাধারনত ছোটখাটো ঔষধ যেমন এই যে মাথাব্যথা বা একটু হাত কেটে গেল, একটু ব্যান্ডেজ দরকার। এগুলাই আশেপাশে ব্যান্ডেজ, ফার্মেসি, আশেপাশের ফার্মেসি থেকে নিয়ে আসি। এটাতো কাগজের দরকার নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আপনার কি মনে হয় আপনার কি নির্দিষ্ট কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক বা কোন ধরনের ঔষধ আছে যেটা হচ্ছে আপনি আপনার বাচ্চাকে দিলে মনে করতেছেন এটা ভালো হবে, এটাই দিই

উত্তরদাতা:না। আমি এটা ডাক্তারের উপরে মাতব্বরি করিনা। ঠিক আছে? যেমন দেখা গেছে এখন ডাক্তারের কাছে গেছি, সে যে ঔষধগুলা খাওয়ায়ছে, এখানে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সে বুঝে শুনেই দিছে। এখানে আমি মাতব্বরি করিনা। যে এটা একটা খাওয়াইছি, আরেকটা খাওয়ায় ভালো হয় নাই। আমি এটা করিনা।

প্রশ্নর্কতা:এরকম কোন ইয়া নাই আপনার?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:নির্দিষ্ট কোন পছন্দ নাই?

উত্তরদাতা:না। আমি এটা করিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মনে করতে পারেন যে তার মানে তো হচ্ছে এটাই তো হচ্ছে আপনার সর্বশেষ এন্টিবায়োটিক খাওয়া।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এখনতো চলতেছে?

উত্তরদাতা:চলতেছে। খাওয়াইতেছি।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা একটু, এটা ছাড়া কখনো এন্টিবায়োটিক দেয়া হয়ছে মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা:বাবু, আমার বাবুর?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। বাবুর বা আপনার বাড়ির কারোর?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো সম্ভবত না। আর কাউরে দেওয়া হয় নাই তো।

প্রশ্নর্কতা:দেওয়া হয়নি।

উত্তরদাতা:এর আগে, না, সম্ভবত আর দেওয়া হয়নি তো কাউরে। অনেক আগে হয়তো খাওয়ানো হয়ছে কিনা, ওর আব্বু বা আমার শ্বশুর শাশুড়িরে, এগো কথা বলতে পারিনা। আমার বড় মেয়েকে তো খাওয়ানো হয়েছে। অনেকই খাওয়ানো হয়ছে। ওর জ্বর টান্ডা হলে তো দিছেই ডাক্তার। খাওয়াইছি। কিন্তু এখন বর্তমানে ওরেই খাওয়াইতেছি। আমরা কেউ খাইনি।

প্রশ্নকর্তা:আর কারোর নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আগে খাওয়ায়ছিলেন আরকি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো এখন তাহলে হেঁয়ে এই ঔষধটা কিনতে গিয়ে, এই এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কিনতে গিয়ে আপনার কি প্রেসক্রিপশন ছিল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: প্রেসক্রিপশন ছিল, না?

উত্তরদাতা:এর আগে যে ঔষধ আনছিলাম না? তখন তো যে একটা কাগজ লিখেই দিছিল। ঐ কাগজটা নিয়ে গেছি। তারপর আবার ঐ ঔষধগুলা পাল্টায় এই ঔষধ দিছে।

প্রশ্নকর্তা:ঐ ডা:৩৯ এর দোকান থেকেই নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐ দোকান থেকেই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তো কত টাকা লাগছিল, এটা মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা:সর্বশেষ তিনশো টাকা।

প্রশ্নকর্তা:তিনশো টাকার ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে সবগুলো মিলে তিনশো টাকা?

উত্তরদাতা:এগুলাই তিনশো টাকার ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা:তিনশো টাকার ঔষধ? আলাদা আলাদা করে মনে করতে পারেন? এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:লেখা আছে। এইযে এটা ত্রিশ টাকা।

প্রশ্নকর্তা:না। এন্টিবায়োটিকটা?

উত্তরদাতা:এটা একশো পঁচানব্বই টাকা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এটা একশো পঁচানব্বই টাকা, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা তো আপনার কি মনে হয়, আপনি এই ঔষধগুলো খাওয়ায় এখন কি মনে হচ্ছে, আপনার খুশি লাগতেছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেকটা কমছে তো। কমলে তো খুশি। যে আমার বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। এজন্য।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা একটু বলেন যে এখন তো অনেকখানি সুস্থ, ইয়া জ্বর কি ভালো হয়ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। জ্বর ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:কাশি?

উত্তরদাতা:কাশিটা হালকা পাতলা রয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপা আমরা যেটা বলতেছিলাম, আপনি হচ্ছে ও সুস্থ থাকলে খুশি লাগে আরকি।

উত্তরদাতা:সুস্থ থাকলে।

প্রশ্নর্কতা:বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেলে

উত্তরদাতা:ভালো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এরকম কি কখনো হয়ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধ, এই ধরনের ঔষধ আপনি এন্টিবায়োটিক যেগুলা আরকি, ধরেন এটাতো হচ্ছে সিরাপ আরকি। বা ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট বড়দের জন্য যদি হয়, এরকম কি এন্টিবায়োটিক ঔষধ আপনি বাসার মধ্যে রেখে দিছেন কিনা? অরেন পরবর্তীতে লাগবে একই অসুখের জন্য ১:০০:০০

উত্তরদাতা:না। এরকম আমি এক্সট্রাভাবে ঘরে আইনা কোন ঔষধ রাখিনা। হ্যা, রাখার মধ্যে স্যালাইনটা রাখি। ওরস্যালাইনটা যে। ওরস্যালাইনটা রাখি। স্যাভলনটা রাখি। এই আরকি। দেখা গেছে অনেক সময় একটু পুড়ে গেল, কেটে গেল, লাগে। ব্যান্ডেজটা একটু রাখি।

প্রশ্নর্কতা:এইটুকুই রাখেন?

উত্তরদাতা:এইটি রাখি। এছাড়া আবার হ্যা, মাঝেমধ্যে দেখা গেছে শরীর ব্যথা, ব্যথার ঔষধ, মাথাব্যথার ঔষধ। এগুলা সময়তে আইনা রাখি। ঠিক আছে? এই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলাই করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা কি জানেন নাকি এন্টিবায়োটিক বা রোগের বিভিন্ন ঔষধের যে ইয়া থাকে মেয়াদ

উত্তরদাতা:মেয়াদটা কতদিন থাকে, না ঐটা আমার জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা:মেয়াদ মনে করেন থাকে কিনা? এই সর্ম্পকে, মেয়াদ সর্ম্পকে আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতা:মেয়াদ সর্ম্পকে, হ্যা, যেকোন ঔষধেরই একটা মেয়াদ তো আছে যে একটা ট্যাবলেটের যে এত সাল থেকে এত সাল পর্যন্ত একটা মেয়াদ আছে। এটা তো অবশ্যই আছে। আবার এন সিরাপও তো আছে যেটা ভাঙ্গার পর সাতদিনের বেশী খাওয়ানো যাবেনা। সাতদিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে। এটা আছে তো এরকম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এরকম ইয়া আছে। আর ঐ ঔষধের মধ্যে বলতেছেন সাল লেখা থাকে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেক সময় তো অনেক ট্যাবলেটের মধ্যে এটা থথাকে। যেমন ক্যালসিয়ামের যে ঔষধগুলা দেয় এরকম বড় বড়, ঐটার মধ্যে একটা সাল থাকে তো। আমি ঐটা খাইছি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। সাল থাকে বলতে ঐ সালে কেন থাকে এটা?

উত্তরদাতা:ডেট ওভার হয়ে গেলে ঔষধটা খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বে না মানুষ? বানানোর সময় হয়তো এরকম ভাবেই বানায়। ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা:ডেট ওভার হয়ে গিয়ে ঔষধ খেলে অসুস্থ হয়ে যাবে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কি কখনো মনে হয়ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো এইযে বললেন এন্টিবায়োটিক দেয় ডাক্তার। বা ইলিয়াস ডাক্তার শুরুতেই হয়তো অনেক এন্টিবায়োটিক দেয় অনেক সময়। তো এই এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিলে অনেক সময় কি আমাদের শরীরে, মানুষের শরীরে ক্ষতি করে কিনা বা কোন সমস্যা হয কিনা, কি মনে হয় আপনার?

উত্তরদাতা:আমার তো কোনদিন সমস্যা হয় নাই। বা আমার বাচ্চাদের জন্য আনছি। কোনদিন সমস্যা হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: সমস্যা হয় নাই।

উত্তরদাতা:এখন অন্য কারো হয়ছে কিনা আমি বলতে পারিনা।

প্রশ্নকর্তা:এমনে হয় কিনা সেটা কি মনে হয় আপনার? কিছু শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতা:না। এরকম আমি শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা:শুনেন নাই?

উত্তরদাতা:যে কি ঔষধ দিছে, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে নাকি, এরকম আমি শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা:ধরেন এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:আমি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ি নাই। আমার দুনোটা মেয়ে মনে করেন উনার কাছ থেকে আমি ঔষধ আনি, ডাক্তার দেখাই। কোনদিন অসুস্থ হয়ে পড়ি নাই।

প্রশ্নকর্তা:ধরেন পাওয়ারের যে ঔষধগুলো এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো, সেটাই তো বললেন পাওয়ারের ঔষধ আপনি। এইযে পাওয়ারের ঔষধগুলো খায়লে শরীরের কোন ধরনের সমস্যা হয় কিনা? খাওয়ার সাথে সাথে কোন ধরনের অসুবিধা হয় কিনা?

উত্তরদাতা:বেশী পাওয়ারের ঔষধ যদি আপনার যে রোগটা যে যদি অল্প পাওয়ারে সারে, তারমধ্যে যদি বেশী পাওয়ারেরটা খায়, তখন তো এটা সমস্যা দেখা দিবেই।

প্রশ্নর্কতা: তখন সমস্যা দেখা দেয়। আপা এইযে এগুলো তো বললেন। এখন আপনার বলতেছেন গরু ছাগল কিছু নাই।

উত্তরদাতা:না। এখানে তো মানুষের বাড়িতে ভাড়া থাকি। এগুলা কি পালতে দিবে? দেশে, হ্যা, দেশে আমার বোনের শ্বশুর বাড়িতে আমি একটা গরু দিয়ে রাখছি পালার জন্য। কিন্তু আমি তো আর পালিনা। আমার বোন পালে দেশে।

প্রশ্নর্কতা:তো গরুর যে অসুখবিসুখ হয়

উত্তরদাতা:এগুলা বিষয় নিয়ে আমার বোন কথা বলে, বোন জানে। আমি কিছু জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কিছু জানেন না?

উত্তরদাতা:আমি এসব বিষয়ে কিছু জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা একটু বলেন যে এন্টিবায়োটিক, এতক্ষন তো আমরা বলতেছি এন্টিবায়োটিক ঔষধ নিয়ে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নাম শুনছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:বা এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স?

উত্তরদাতা:এরকম মনে হয় তো শুনছি লাগে। শুনছি তো লাগে।

প্রশ্নর্কতা:শুনছেন?

উত্তরদাতা:শুনছি কিন্তু এই বিষয়ে কিছু জানিনা আমি। এরকম নাম যেমন আপনি বলতেছেন, শুনছি। এই টুকুই জানি। এই বিষয়ে আমি কিছু জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:এই বিষয়ে কিছু জানেন না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা বলেন ধরেন ডাক্তার কোর্সপুরা ঔষধ দেয়। একটা কোর্সের ঔষধ দেয় যে, সাতদিনের ঔষধ খায়তে হবে। এটা সাতদিনের ঔষধ। দিনে দুইবার খায়তে হবে। বা একবার খায়তে হবে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এইযে কোর্সটা পুরা না করলে কিছু হয় কিনা?

উত্তরদাতা: কোর্সটা পুরা না করলে তো আবার দেখা দিবোনা এটা? ঐরোগটা আবার দেখা দিবেনা?

প্রশ্নর্কতা:আবার দেখা দিবে।

উত্তরদাতা:এরকম।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোর্স শেষ না করলে আবার অসুখ দেখা দিবে?

উত্তরদাতা:রোগটা দেখা দিতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: দেখা দিতে পারে। আচ্ছা। তো এরকম আর কি এইযে বিষয়টা, রোগ দেখা দিতে পারে এই জিনিসটা আপনি কোথা থেকে শুনছেন?

উত্তরদাতা:ডাক্তারে বলছে। যে এটা যদি আপনি পুরাপুরি না খাওয়ান, তখন এটা আবার দেখা দিতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: দেখা দিতে পারে। তো এই অসুখ দেখা দেয়া ছাড়া আর কোন কিছু কি হয়?

উত্তরদাতা:আর কোন কিছু

প্রশ্নর্কতা:কোর্স পুরা না করলে?

উত্তরদাতা:না। এরকম তো শুনি নাই যে কোর্স পুরা না করলে অন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে কিনা এরকম

প্রশ্নর্কতা:শুনেন নাই, না?

উত্তরদাতা:এটা হতে পারে যে যেমন এখন ওর ঠান্ডা লাগছে ওর অতিরিক্ত। এখন আমরা সাতদিনের যে ঔষধগুলা দিছে এখন আমি ওরে খাওয়ালামনা পুরা। সাতদিনের ঔষধটা খাওয়াই নাই। তখন এই ঔষধটা না খাওয়ার তো অর্থ মানে দুইদিন খাওয়ার পর কমে গেছে। এখন আর ঔষধটা খাওয়ালামনা। পরবর্তীতে এসে আবার কাশটা হলো। হওয়ার পর দেখা যায়তেছে যে, গাঢ় হয়ে যায়েতেছে কাশটা। আরো বাইড়া যেতে পারে। তারপর তো এটা নিউমোনিয়ার দিকে চলে যেতে পারে। এটা সমস্যা না? ১:০৫:০০

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। অসুখ আরো বড় হতে পারে?

উত্তরদাতা:হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এরকম এই সমস্যাগুলো আপনি হচ্ছে কোথা থেকে শুনছেন বললেন?

উত্তরদাতা:এগুলা ডাক্তারের কাছ থেকে শুনছি। মানে বলে এই ঔষধটা কিন্তু পুরা এতদিন খাওয়াবেন। না খাওয়ালে কিন্তু সমস্যা হতে পারে, দেখা দিতে পারে। এরকম বলে ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:এটা বলে? তো এইযে এরকম আপনি নিজে কখনো দুশ্চিন্তা করছেন কিনা যদি বাচ্চার এরকম হয়ে যায় বা আমার নিজের বা বাড়ির কারোর ঔষধ কোর্স পুরা না করে খাওয়ালে, এরকম কিছু চিন্তা করছেন কিনা? দুশ্চিন্তা হয় কিনা আপনার?

উত্তরদাতা:দুশ্চিন্তা বলতে এইতো যেমন আমার বাচ্চা নিয়েই তো। যেমন ওরে ঔষধ খাওয়াইতেছি। এখন এটা অর্ধেক খাওয়াইয়া ছেড়ে দিবো না। পুরাটা ফুল কোর্স যতদিন খাওয়াতে বলছে আমি অতদিনই খাওয়াবো। ছাড়বোনা মাঝখানে।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:আবার হবে। পরে সমস্যা না? আমার মেয়ের কষ্ট হবে এটাতো কেউ চায়না, না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এজন্য হচ্ছে আপনি কোর্স পুরা খাওয়াবেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনার যে ঔষধগুলা দিছে ঐগুলা?

উত্তরদাতা:আমার মেয়ে বলতে কি, এটা আমার ফ্যামিলি হোক, সবার ক্ষেত্রেই ডাক্তার যে ঔষধগুলা দিবে, আমার সম্ভবত ডাক্তার যে অনুযায়ী খাওয়াতে বলে সে অনুযায়ী খাওয়ানোই ভালো। ঠিক আছে?

প্রশ্নর্কতা:তার মানে ঐ সমস্যা যেটা বললেন আরকি অসুখটা আবার বেড়ে যেতে পারে এটা বেড়ে না যাওয়ার জন্য, সমাধান করার জন্য আপনি কি করবেন?

উত্তরদাতা:ডাক্তারে যে ঔষধগুলা দিছে, খায়তে বলছে। যেমন আমার সমস্যা। আমাকে খায়তে বলছে। আমি খাইতেছি, খায়তে থাকি। খাওয়ার পরে যদি ভালো হয়ে যাই, ডাক্তার যদি বলে যে খাওয়ানোর পর আর খাওয়ানোর দরকার নাই। সেরে গেছে। তো দরকার নাই যেহেতু ভালো সুস্থ হয়ে গেছি যখন তাহলে তো আর দরকার নাই।

প্রশ্নর্কতা:দরকার নাই।

উত্তরদাতা:আর যদি মনে করি যে না, ডাক্তারে তো বলছে এটা খাওয়ার পর আবার খাবেন। এখন দেখা গেছে প্রথম যে ঔষধগুলা আনছি, খাওয়া শেষ। আমি সুস্থ হয়ে গেছি। যেহেতু ডাক্তার বলছে আবার খাবেন। তাহলে আমার হিসাবে আবার খাওয়াটা উচিত। ঠিক আছে? নয়তো দেখা গেছে আবার যদি দেখা দেয়।

প্রশ্নর্কতা:এরকমই হয় আরকি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপা। অনেক ধন্যবাদ। আর হচ্ছে যেহেতু বাচ্চাকে ঔষধ খাওয়াচ্ছেন আপনি এখনো। অনেক দিন ধরে অসুস্থ। আমরা আপনার কাছে আবার চৌদ্দ দিন পরে আবার আর একবার আসবো দেখতে যে আপনার বাচ্চা সুস্থ হয়ছে কিনা। ঔষধপত্র খাওয়ায়ছেন কিনা। পরবর্তীতে এরকম এইযে আবার মাঝখানে এই চৌদ্দদিনের মাঝখানে আবার হয়তো অসুখবিসুখ হয়তেও পারে। আবার ভালোও হয়তে পারে।

উত্তরদাতা:না হোক।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। না হোক। সে যেন সুস্থ হয়। এটা জানার জন্য চৌদ্দদিন পরে আসবো আপনার কাছে। আপনার অনুমতি আছে?

উত্তরদাতা:আসবেন। যদি আমি ফ্রি থাকি বাসায় থাকি তাহলে অবশ্যই আসবেন। যদি পারেন একটু ফোন দিয়ে জানলে ভালো।

প্রশ্নর্কতা:অবশ্যই। ফোন নাম্বার আমি নিয়ে রাখছি। আপনার ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে। আমি ফোন দিয়েই আসবো। ঠিক আছে আপা। অনেক ধন্যবাদ।

-------------------------oooooooooooooooooo-----------------------